POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

## আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (بقرہ:186)

কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইরে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়ায়েছন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(বাকারা: ১৮৬)


بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 8

সংখ্যা 15

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 13 ই এপ্রিল, 2023 21 রমযান 1444 A.H


## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

## রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

### রোযা বর্মস্বরূপ

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁহযরত (সা.) বলেছেন, মানুষের সমস্ত কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা আমার জন্য আর আমি স্বয়ং তার প্রতিদান হব। অর্থাৎ তার সেই পুণ্যের প্রতিদানে আমি তাকে নিজের দর্শন দিব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা বর্ম স্বরূপ। অতএব, যখন তোমাদের মাঝে কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন অযথা কথাবার্তা না বলে আর চিৎকার চেঁচামেচি না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তবে উত্তরে তার বলা উচিত 'আমি রোযা রেখেছি।' সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে মহম্মদের প্রাণ রক্ষিত আছে! রোযাদারের মুখে সুবাস আল্লাহ্ তা'লার নিকট মৃগনাভির থেকে অধিক পবিত্র এবং সুখকর। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ নির্ধারিত রয়েছে। একটি আনন্দ সে সেই সময় লাভ করে যখন সে রোযা থেকে ইফতার করে। এবং দ্বিতীয় আনন্দটি সেই সময় লাভ হবে যখন রোযার কারণে সে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভ করবে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু সওম, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জুমআর খুতবা, ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

**হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল**

وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

**বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।**

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۙ﴿۱۸۴﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸۵﴾ (بقرہ: 184-185)

হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমদের পূর্ববর্তীগণের উপর বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করিতে পার।

(ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলোতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত,তাহাদের উপর ফিদিয়া- এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

(সূরা বাকারা: ১৮৪-১৮৫)

**সুফীগণ লিখেছেন যে, এ মাস অন্তরকে জ্যোতির্ময় করার জন্য উত্তম মাস। এতে প্রচুর দিব্য-দর্শন লাভ হয়ে থাকে। নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা অন্তরকে বিকশিত ও উজ্জ্বল করে**

**হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী**

### হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ" হতে রমযান মাসের গুরুত্ব বোঝা যায়। সুফীগণ লিখেছেন যে, এ মাস অন্তরকে জ্যোতির্ময় করার জন্য উত্তম মাস। এতে প্রচুর দিব্য-দর্শন লাভ হয়ে থাকে। নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা অন্তরকে বিকশিত ও উজ্জ্বল করে। আত্মাকে পবিত্র করার অর্থ হল নফসে আম্মারার কামুস প্রবণতা থেকে সরে আসা এবং অন্তরকে উজ্জ্বল করার অর্থ হর কাশফের দ্বার তার জন্য উন্মুক্ত হওয়া যেন সে খোদাকে দর্শন করতে করে। اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ (যাতে নাযেল করা হয়েছে কুরআন) এই ইঙ্গিত বহন করে। এতে কোনও দ্বিধা বা সন্দেহ নেই যে রোযার পুরস্কার অতি মহান কিন্তু রোগ ব্যাধি ও দুনিয়াবী কামনা-বাসনা এ কল্যাণ থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখে। আমার স্মরণ আছে যে, যৌবনকালে এক স্বপ্নে দেখেছি যে, রোযা আহলে বয়াতের সুন্নত। আমার উদ্দেশ্যে খোদার পয়গাম্বার (সা.) বলেছেন 'সালমান মিন আহলিল বায়াত' (আমার এবং আমার আহলে বয়াত থেকেই দু'টি শান্তি) সালমান অর্থ আস সুলহান (দু'টি সন্ধি) অর্থাৎ এই ব্যক্তির হাতে দু'টি সন্ধি হবে। এক অভ্যন্তরীণ এবং একটি বাহ্যিক এবং ইনি তার কাজ করলে কোমলতার সাথে করবেন তরবারীর দ্বারা নহে। এবং যখন আমি ঐ হুসায়নের পথের পথিক নই যিনি যুদ্ধ করেছেন বরং ঐ হাসানের পথের পথিক যিনি যুদ্ধ করেন নি। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটা রোযার দিকে ইঙ্গিত। সুতরাং আমি ছয়মাস ধরে রোযা রাখলাম। এরই মধ্যে আমি দেখলাম যে, জ্যোতির স্তম্ভের পর স্তম্ভ আকাশের দিকে উত্তোলিত হচ্ছে। এ বিষয়টি অস্পষ্ট যে, জ্যোতির ধারা পৃথিবী থেকে আকাশের দিকে যাচ্ছিল অথবা আমার হৃদয় থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু এটা যৌবনের সময়ে সম্ভব ছিল এবং যদি ঐ সময় আমি চাইতাম তা হলে চার বছর পর্যন্ত রোযা রাখতে পারতাম। এখন যখন ৪০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, দেখছি যে, এটা হওয়ার নয়। নতুবা প্রথমতঃ আমি বাটালায় কয়েকবার পায়ে হেঁটে চলা ফেরা করতাম কিন্তু আমার কোন অলসতা বা দুর্বলতা অনুভব হয় নি। কিন্তু এখন ৫-৬ মাইল গেলেই কষ্ট হয়। চল্লিশ বছর পর স্বাভাবিক তাপমাত্রা কম হতে আরম্ভ হয়। রক্ত কম সৃষ্টি হয়। মানুষকে নানা প্রকার দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়। এখন কয়েকবারই দেখেছি যে, ক্ষুধা নিবৃত্তিতে দেরী হলে শরীর বিচলিত হয়ে যায়।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ:৫৬১)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

৯৩জন ওয়াকফে নও ছেলে এবং ৮৩ জন মেয়ে। কিন্তু আমার মতে ডেটা বেসে থাকা এই তথ্য সঠিক নয়। আমরা এখন স্থানীয় সেক্রেটারীদের সঙ্গে মিলে এবং অন্যান্য কিছু উপায়ে এটিকে আপডেট করছি।

সমীক্ষা অনুসারে ৬৯ শতাংশ ওয়াকফে নও তাদের সিলেবাস পড়ছে।

**আপ্যায়ন বিভাগ**

অতিথি আপ্যায়ন বিভাগের সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, গত জুমআর দিন দশ হাজার মানুষের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের আমীর সাহেব বলেন, গত জুমআয় নামাযে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ হাজার।

**তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি বিভাগ**

হুযুর আনোয়ার (আই.) তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করেন যে, প্রতি বছর কতজন ওয়াকফে আরযি করেন?

সেক্রেটারী তালিম উত্তরে বলেন, গত বছর সাতজন ওয়াকফে আরযি করেছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন, গতবার আমি বলেছিলাম, ন্যাশনাল মজলিস আমেলার সকল সদস্যের ওয়াকফে আরযি করা উচিত। এই নির্দেশ মেনে কতজন মানুষ ওয়াকফে আরযি করেছিলেন? (চলবে...)

সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন বলেন, আমি সমস্ত আমেলা সদস্যদের ই.মেল করেছিলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দেয় নি। অনুরূপভাবে মিটিংয়েও কথা বলেছিলাম।

হুযুর আনোয়ার বলেন, শুধু একটি মেল পাঠিয়ে দিলেই হবে না, প্রতি মাসে আমেলা সদস্যদের মেল পাঠান, যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার লক্ষ্য পূরণ হয়। এরপর লোকাল আমেলা সদস্যদেরও ফলো করুন। শুধু একটি মেল পাঠিয়ে কিছু হবে না। স্থানীয় সেক্রেটারীকেও সক্রিয় করুন।

হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহে বলেন, পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ কুরআন করীম নাযেরা পড়তে জানে, যদিও আমরা এর সুনির্দিষ্ট সংখ্যাটি জানি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার কাছে যদি নির্দিষ্ট তথ্য না থাকে, তবে কিভাবে জানলেন যে পঞ্চাশ শতাংশ কুরআন করীমের নাযেরা পড়তে জানে?

সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযি সাহেব বলেন, কোভিডের পূর্বের ডেটা অনুসারে ৫০-৫৫% মানষ কুরআন করীমের নাযেরা পড়তে জানে।

এডিশিনাল মাল বিভাগ

এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল বলেন, তিনি সমস্ত চাঁদাদাতাদের তালিকায় বকেয়দারদের পৃথক তালিকা তৈরী করেন। অনুরূপভাবে যাদের সম্পর্কে তাঁর অনুমান যে তারা সঠিকহারে চাঁদা দেন না, তাদের বাছাই করে সেই তালিকা সংশ্লিষ্ট জামারে এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল, মুবাল্লিগ এবং সদর জামাতকে পাঠিয়ে দেন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, সেই সব প্রচেষ্টা ফলাফল কি বের হচ্ছে? সেক্রেটারী সাহে বলেন, যারা সঠিকহারে চাঁদা দেয় না, তাদের মধ্যে উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি আপনাদের স্থানীয় জামাতের এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল সক্রিয় হয় তবে আপনাদের লক্ষ্যমাত্রার অন্তত ৩০ শতাংশ অর্জিত হতে পারে।

মুহাসিব (হিসাবরক্ষা)

হুযুর আনোয়ার মুহাসিব বা হিসেবরক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনি কি প্রতি মাসে একাউন্ট চেক করেন?

মুহাসিব উত্তর দেন, তিনি প্রতি মাসে একাউন্ট চেক করেন। অনুরূপভাবে ত্রৈমাসিক এবং বাৎসরিক হিসেবও চেক করেন।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, তিনি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এর অর্থ আপনার কাছে একাউন্ট চেক করার জন্য যথেষ্ট সময় থাকে। মুহাসিব বলেন, 'জ্বি হুজুর! অনুরূপভাবে স্থানীয় মুহাসিবদেরও উদ্বুদ্ধ করছি।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে মুহাসিব বলেন, প্রতিটি বিভাগ তাদের মঞ্জুরকৃত বাজেট অনুসারে খরচ করে। বাজেট যদি অনুমোদিত না হয় তবে খরচও করা হবে না। এটা আমীর সাহেবের নির্দেশ। এটা কঠোরভাবে মেনে চলতে বাধ্য করা হয়, মঞ্জুরকৃত অনুসারেই খরচ করা হবে।

সানাআত ও তিজারত (কারিগরি প্রশিক্ষণ ও ব্যবসা)

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমাদের বিভাগ মূলত চাকরী পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখানে বহু শরণার্থী রয়েছে, তাদের চাকরী নেই। আপনি তাদের জন্য কোনও কাজ করছেন?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এ বিষয়ে আমরা চেষ্টা শুরু করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লোকাল সেক্রেটারীদের সক্রিয় করলে এই কাজ সহজ হবে।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমরা কানাডার সানাআত ও তিজারত সেক্রেটারীর সঙ্গে মিলে চেষ্টা করছি। সমস্ত প্রফেশনালকে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত করা করা হচ্ছে যাতে তারা অন্যান্য আহমদীদেরও দিক-নির্দেশনা দিতে পারে এবং চাকরীর সুযোগ তৈরী করে দিতে পারে। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে এবং একই প্লাটফর্মের থাকলে অন্যান্য আহমদীরাও দেখবে যে, কারা কোন কোন কোম্পানীতে কাজ করে। এইভাবে মানুষের সাহায্য করা যাবে।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, এখানে যুক্তরাষ্ট্রে কুটির শিল্প শুরু করা যেতে পারে কি? এর মাধ্যমে, বিশেষ করে যাদের কোনও কারিগরী দক্ষতা নেই, তাদেরকে কোনও কাজ শিখিয়ে কাজ দেওয়া যেতে পারে।

সেক্রেটারী সাহে বলেন, তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। এ বিষয়ে ভাবা যেতে পারে।

ইশাআত (প্রকাশনা) বিভাগ

সেক্রেটারী ইশাআতকে হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন, আপনি পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন, সেটা কি বন্ধ করে দিয়েছেন?

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, জামাতের পত্রিকাগুলি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে কি না।

সেক্রেটারী ইশাআত বলেন, জামাতের পত্রিকা 'সান রাইজ' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'দ্য মুসলিম সান রাইজ' পত্রিকায় মানুষের রুচি অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়া উচিত। শুধু বিজ্ঞতাপূর্ণ প্রবন্ধই যেন না থাকে। বরং প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষকে মাথায় রেখে প্রবন্ধ প্রকাশ করুন যাতে প্রত্যেকে পত্রিকায় আগ্রহ রাখে আর বিশেষ করে অন-লাইন প্রকাশনারও চেষ্টা করুন। এভাবে আপনি জানতে পারবেন যে আপনার পাঠক সংখ্যা কত আর কোনও ধরণের মানুষ পত্রিকা পড়ছে। এভাবে আপনি তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন আর সেই অনুসারে পত্রিকায় বদল আনতে পারেন। এরপর সমাজ মাধ্যম কর্তৃপক্ষের কাজেও জানতে পারেন যে, এর মাধ্যমে আপনি কিভাবে পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী বলেন, আমরা স্থানীয়ভাবে কোনও বই প্রকাশ করি নি। তবে কিছু বই প্রস্তুত করে লন্ডন পাঠিয়েছি যাতে সমধিক মানুষ এর থেকে উপকৃত হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান, আপনারা কুরআন করীমের হার্ড কভার বাইন্ডিং -এর পরিবর্তে সফট কভার বাইন্ডিংকে কেন প্রাধান্য দেন না। সম্প্রতি আপনারা কুরআন করীমের দশ হাজার কপি অর্ডার করেছিলেন।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন,আমরা কারাগারে কুরআন করীমের কপি রাখছি। সেখানে সফট কভার বাইন্ডিং -এর কুরআনই রাখা যেতে পারে। এই মুহূর্তে মালিক গুলাম ফরিদ সাহেব (রা.) অনুদিত ইংরেজি কুরআনের ২ হাজার কপি অবশিষ্ট আছে। খুব দ্রুত বিক্রি হচ্ছে।

হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, মরকয থেকে যে সব বই-পুস্তকের অর্ডার আসে সেগুলির স্টক কার কাছে থাকে। কে সব কিছু ম্যানেজ করে?

সেক্রেটারী ইশাআত বলেন, আমাদের কাছে বুক-স্টোর আছে।

কারাগারে পাঠানো ছাড়া আমরা এই কুরআন করীমকে তবলীগের কাজেও ব্যবহার করছি আর ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রদের মাঝেও কুরআন করীম অত্যন্ত জনপ্রিয়, সেখানে অনেকগুলি কুরআন বিক্রি হয়েছে। সপ্তাহে প্রায় একশ কপি বিক্রি হয়। আর অন-লাইন ক্রয় করলে স্টক ফুরিয়ে যায়, যার কারণে আমাদের রেটিং অনেক নীচে নেমে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যখন আপনারা বুঝতে পারেন যে, স্টক শেষ হতে চলেছে, তখন মরকযকে তৎক্ষনাৎ জানিয়ে দেওয়া উচিত। অন্তত দুই মাস পূর্বে মরকযকে জানিয়ে দিবেন।

সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমরা উকিলুত তাসনীফ-এর সঙ্গে এ বিষয়ে মিটিং করেছি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পুস্তক প্রকাশনা এবং প্রেরণের সঙ্গে উকিলুত তাসনীফের সম্পর্ক নেই। তাই আপনাকে এডিশিনাল উকিলুল ইশাআতকে লিখতে হবে। উকিলুত তাসনীফ সাহেবের কাজ পৃথক। তাঁর কাজ হল বই-পুস্তকের অনুবাদ এবং ছাপানোর জন্য চূড়ান্ত করা। এরপর বইগুলি উকিলুল ইশাআতের কাছে যায় এবং তিনি প্রিন্ট করতে দেন।

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

## যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

# জুমআর খুতবা

**কুরআন করীম এর অনুবর্তিতার মাধ্যমে মানুষ খোদা তা'লার গুণাবলীর বিকাশস্থল হয়ে ওঠে।**

**হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে গভীরতা সহকারে আমাদেরকে কুরআন করীমের মর্যাদা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করেছেন, সেই জ্ঞানই আমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্যলাভ এবং কুরআনীয় শিক্ষা অনুশীলনের ব্যুৎপত্তি দান করে।**

**যদিও আমি পৃথিবীর সকল নবীকে শ্রদ্ধা করি এবং তাদের গ্রন্থাবলীকেও শ্রদ্ধা করি, কিন্তু কেবল ইসলামকেই জীবিত ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করি, কেননা, এর মাধ্যমে আমার উপর খোদা প্রকাশিত হয়েছেন।**

**(হযরত মসীহ মওউদ)**

**আমার মতে ধর্ম সেটাই যেটা জীবিত ধর্ম আর জীবিত ও প্রাঞ্জল শক্তিমত্তার নিদর্শন প্রকাশের দ্বারা খোদার স্বরূপ প্রকাশ করে দেয়, অন্যথায় ধর্মের সঠিক হওয়ার দাবি অনর্থক এবং অযৌক্তিক। (হযরত মসীহ মওউদ)**

**যদি কুরআন করীমকে মান্য করি অথচ সংশোধন না হয়, তবে এতে দোষ আমাদের। কেননা, যেমনটি তিনি বলেছেন, পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা যদি না করি তবে সংশোধন কিভাবে সম্ভব? এর উমর আমল যদি না করি তবে সংশোধনন কিভাবে সম্ভব? অতএব আমাদের পরিপূর্ণ অনুবর্তিতা করার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।**

## হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে কুরআন করীমের বৈশিষ্ট্য, মর্যাদা এবং গুরুত্ব।

**পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠাকে যদি একান্ত সুন্দর ও প্রভাববিস্তারী ভাষায় বর্ণনা করা হয় তাহলে আত্মা পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সাথে তার পানে ধাবিত হয়। আর প্রকৃত অর্থে ই আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির উপকরণ এবং সেই বিষয়, যার দ্বারা আত্মার প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ হয়, তা হলো পবিত্র কুরআন।**

**আজ এটি আমাদের তথা আহমদীদের কাজ যেন আমরা নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীকে নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা বাস্তবায়িত করে দেখাই, এগুলোর ওপর আমল করে দেখাই। জগদ্বাসীকে যেন আমরা অবহিত করি যে, পবিত্র কুরআনই সকল প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা। আর এর প্রেরণকারী হলেন সেই খোদা যিনি এটিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পদচারণা করে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন।**

**বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বুর্কিনাফাসো এবং আলজেরিয়ায় বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির কথা দৃষ্টিপটে রেখে সেখানকার আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান।**

**সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩ রা মার্চ, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা ( ৩ আমান ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পবিত্র কুরআনের যে মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞান আমাদেরকে দিয়ে গেছেন অথবা স্বীয় গ্রন্থাবলী ও বিভিন্ন বক্তব্যে এই তত্ত্ব অনুধাবন করার এবং একে বাস্তবায়নের জন্য যেভাবে তা উপস্থাপন করেছেন এর বরাতে আমি সাম্প্রতিক জুমুআয় দু'টি খুতবা প্রদান করেছি।

পবিত্র কুরআন মা'রেফত বা তত্ত্বজ্ঞানের যে ভাণ্ডার আমাদের প্রদান করে, প্রকৃতপক্ষে এটিই বান্দাকে খোদার সাথে মিলিত করে। এছাড়া খোদা তা'লাকে লাভ করার (এবং) তাঁর নৈকট্য লাভের আর কোনো মাধ্যম নেই। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একটি পঙক্তিতে বলেন,

"কুরআন খোদা নুমাঁ হ্যায়, খোদা কা কালাম হ্যায়।
বে ইসকে মা'রেফত কা চমন না তামাম হ্যায়।"

(অর্থাৎ, কুরআন হলো খোদা দর্শনের দর্পণ ও খোদার বাণী। আর এটি ছাড়া তত্ত্বজ্ঞানের বাগান অসম্পূর্ণ।")

(নুসরাতুল হক, বারাহীনে আহমদীয়া, ৫ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২১, পৃ: ১২)

অতএব, এটি সেই গূঢ় কথা যা সর্বদা আমাদেরকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আমরা যদি খোদা তা'লার নৈকট্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করি, আমরা যদি নিজেদের ইহ ও পরকালকে সুন্দর করতে চাই; তাহলে এসব বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, পবিত্র কুরআনই সেই মাধ্যম। একইসাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই মা'রেফতকে অনুধাবন করার জন্যও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং মনোনীত কোনো পথপ্রদর্শকের প্রয়োজন। এ যুগে তিনি হলেন, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)।

তিনি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আঙ্গিকের প্রতি যেরূপ গভীরে গিয়ে আলোকপাত করেছেন এবং এর সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন তা আমি বিগত দুই খুতবায় বর্ণনা করেছিলাম–যেমনটি আমি পূর্বে ই বলেছি। তাঁর বর্ণিত জ্ঞান ও তত্ত্বের এই ভাণ্ডার এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুধাবন করার এই ধারা এখনও সমাপ্ত হয় নি। বরং এখনও এ সম্পর্কে অনেক তথ্য-উপাত্ত বর্ণনা করা বাকি আছে। (তাই) আজও এই ধারা বজায় রেখে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বক্তব্য ও রচনার আলোকে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্যাবলী, মর্যাদা এবং গুরুত্বের উল্লেখ করব।

তিনি (আ.) যত গভীরে গিয়ে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেছেন তা-ই (মূলত) আমাদেরকে খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন এবং কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবায়নের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করে।

অতএব, গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের এসব কথা শোনা ও অনুধাবনের চেষ্টা করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারি।

পবিত্র কুরআন খোদার বাণী, একথা ব্যাখ্যা করে লালা ভীম সিং এর নামে প্রেরিত একটি পত্রে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেন,

"অল্প কিছুদিন আগের কথা, লেখরাম নামের একজন আর্যসমাজী ব্রাহ্মণ আমার কাছে কাদিয়ানে আসে এবং বলে, 'বেদ খোদার বাণী, পবিত্র কুরআন খোদার বাণী নয়'। আমি তাকে বলি, তোমার দাবি হলো, বেদ খোদার বাণী কিন্তু আমি একে এর বর্তমান অবস্থার নিরিখে খোদার বাণী বলে বিশ্বাস করি না, কেননা এতে শির্ক এর শিক্ষা রয়েছে। (যাতে শির্ক এর শিক্ষা থাকে তা কীভাবে খোদার বাণী হতে পারে!) আর এছাড়া আরো অনেক অপবিত্র শিক্ষা রয়েছে কিন্তু আমি পবিত্র কুরআনকে খোদার বাণী বলে বিশ্বাস করি; কারণ এতে শির্কের শিক্ষা নেই আর অন্য কোনো অপবিত্র শিক্ষাও নেই। আর এর অনুসরণের ফলে জীবন্ত খোদার চেহারা দেখা যায় এবং বিভিন্ন মো'জেযা বা অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশিত হয়।" (মাকতুবাতে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯০)

কাজেই, খোদা তা'লার বাণী হওয়ার শর্ত হলো, তার শির্কমুক্ত হওয়া আর এর ওপর আমল করার কারণে খোদা তা'লার চেহারা দৃশ্যমান হওয়া।

পবিত্র কুরআন খোদার চেহারা দেখানোর ক্ষেত্রে কীভাবে স্বীয় ভূমিকা পালন করেছে, এ বিষয়টি সাহাবীদের জীব নে দেখা সম্ভব। অতএব, সাহাবীদের ওপর পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রভাবের উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"মহানবী (সা.)-এর যুগ, যা ইসলামের সূচনাকাল ছিল, সে যুগের প্রতি গভীর দৃষ্টিপাতে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা কীভাবে বিশ্বাসীদের উপরোক্ত তুচ্ছ পর্যায় থেকে উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে তা বুঝা যায়। কেননা, ঈমান আনয়নকারীদের অধিকাংশই নিজেদের প্রাথমিক অবস্থায় এমন ছিলেন যে, যেই অবস্থায় তারা এসেছিলেন সেই অবস্থা বন্য জন্তুদের চেয়েও নিকৃষ্ট ছিল আর হিংস্র পশুর মতো তাদের জীবন ছিল, আর এতবেশি অপকর্ম এবং অনৈতিকতায় তারা লিপ্ত ছিলেন যে, (তারা) মানবতার বাইরে চলে গিয়েছিলেন। এতটা চেতনা হারিয়ে বসেছিলেন যে, একথা বুঝতেই পারতেন না যে, তারা অপকর্মশীল। অর্থাৎ তাদের ভালো ও মন্দকে চেনার চেতনাও লোপ পায়। অতএব কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য তাদের ওপর প্রথম যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা হলো, তাদের উপলব্ধি জন্মেছিল যে, আমরা পবিত্রতার পোশাক থেকে সম্পূর্ণ নগ্ন এবং অপকর্মের নোংরামিতে নিমজ্জিত; যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রাথমিক অবস্থার নিরিখে বলেছেন, أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ (সূরা আল্ আরাফ: ১৮০) অর্থাৎ, এসব মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। এরপর যখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সাহচর্য এবং ফুরকানে হামীদ (তথা কুরআনের) মনোমুগ্ধকর প্রভাবের কল্যাণে তারা উপলব্ধি করে যে, আমরা যে অবস্থায় জীবন কাটিয়েছি তা এক প্রকার বন্য পশুসু লভ জীবন এবং পুরোটাই অপকর্মে কলুষিত; তাই তারা রূহুল কুদুস বা ফেরেশ্তার মাধ্যমে শক্তি পেয়ে পুণ্যকর্মের প্রতি অগ্রসর হন। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা তাদের সম্পর্কে বলেন, وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ (সূরা আল্ মুজাদিলা: ২৩)। খোদা তা'লা একটি পবিত্র আত্মা দ্বারা তাদের সাহায্য করেন। তা ছিল সেই অদৃশ্য ওহীর শক্তি, যা ঈমান আনার পর এবং কিছুটা ধৈর্য ধারণের পর মানু ষের লাভ হয়। এরপর সেসব মানুষ এই শক্তি লাভ করে শুধুমাত্র এই অবস্থানেই থেমে থাকে নি যে, তারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি এবং পাপসমূহের উপলব্ধি রাখবে, সেগুলোর দুর্গন্ধকে ঘৃণা করবে, বরং তারা এরপর পুণ্যের প্রতি এতটাই অগ্রসর হতে থাকে যে, পুণ্যের অর্ধেক পরাকাষ্ঠা অর্জন করে নেয় এবং দুর্বলতার মোকাবিলায় সৎকর্ম সম্পাদনের শক্তি সৃষ্টি হয়। (অর্থাৎ শুধুমাত্র দুর্বলতাই দূর করে নি বরং পুণ্যের প্রতি অগ্রগামী হতে থাকে।) আর এভাবে এক মধ্যবর্তী অবস্থা তাদের অর্জিত হয় আর এরপর তারা রূহুল কুদুস বা ফেরেশ্তার শক্তিতে বলীয়ান হয়ে সেসব সংগ্রাম এবং চেষ্টা-সাধনায় রত হয় যে, নিজেদের পবিত্র কর্মের বদৌলতে শয়তানের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। তখন তারা খোদাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে সেসব চেষ্টা-সাধনার পথ অবলম্বন করে যার চেয়ে বেশি মানুষ ভাবতেও পারে না। তারা খোদা তা'লার পথে নিজেদের প্রাণকে খড়-কুটোর সমান মূল্যও দেয় নি। অবশেষে তারা গৃহীত হয় আর খোদা তা'লা তাদের হৃদয়ে পাপের প্রতি চরম ঘৃণা সৃষ্টি করেন এবং পুণ্যের (প্র তি) ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, ২৩তম খণ্ড, পৃ: ৪২৪-৪২৫)

অতএব, এই হলো, তাদের ওপর পবিত্র কুরআনের প্রভাব অর্থাৎ তারা জমি থেকে উঠে আকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রে পরিণত হন। যাঁদের সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, তাঁদের মধ্য হতে প্রত্যেকেই তোমাদের জন্য পথপ্রদর্শক।

(আল মিশকাতুল মাসাবিহ, ৩য় খন্ড, পৃ: ১৬৯৬, হাদীস- ৬০০৯)

পবিত্র কুরআন অনুসরণের ফলে মানুষ খোদা তা'লা গুণাবলীর বিকাশস্থলে পরিণত হয়।

একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআন করীমের অনুসারী হয়ে ভালোবাসা ও নিষ্ঠাকে পরম মার্গে উপনীত করে সে খোদা তা'লার গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া হয়ে যায়। শুধুমাত্র অনুসরণ করা শর্ত নয়, বরং ভালোবাসা ও নিষ্ঠায় চূড়ান্ত সীমা পর্য ন্ত পৌঁছানো হলো শর্ত। অর্থাৎ তাঁর আদেশ নিষেধের ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতে হয় কেবল তবেই সে আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী র বিকাশস্থলে পরিণত হয়।

তিনি পুনরায় বলেন, এসব ফলাফল সেই মহাশক্তি ও বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে যা খোদা তালার বাণী কুরআন শরীফের মাঝে আমরা প্র ত্যক্ষ করি। এই মহাশক্তি ও বৈশিষ্ট্য অন্য কোনো কিতাবে নেই যা অন্য কোনো জাতির দৃষ্টিতে ইলহামী গণ্য হতে পারে। হয়তবা এর কারণ হতে পারে, সেই সব গ্রন্থ সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে সেগুলোতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছেঅথবা হয়ত সেগুলোর শব্দ পরিবর্তিত না হলেও তার অর্থ বিকৃত করা হয়েছে অথবা খোদা তা'লা শেষ যুগে এই সমস্ত বিভেদ দূর করার জন্য এবং পৃথিবীর সকল লোকদের এক কিতাবে সমবেত করার জন্য সমস্ত পূর্ববর্তী কিতাবের কল্যাণধারা উঠিয়ে নিয়েছেন। তা না হলে এর কারণ আর কী হতে পারে? যেভাবে পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.) এর সত্যিকার আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ ওলীআল্লাহ্দের জামা'তভুক্ত হতে পারে সেসব গ্রন্থে এইসব বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না আর এ কারণেই সেসব গ্রন্থের অনুসারীরা এই শ্রেষ্ঠত্বসমূহের অস্বীকারকারী যা মানুষ (খোদার) নৈকট্য লাভের পর অর্জন করতে পারে। বরং তারা নিদর্শন ও অলৌকিক বিষয়াদিকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। নিদর্শ নকে তারা শুধু অস্বীকারই করে না, বরং সেগুলোকে তারা হাসিঠাট্টা বা বিদ্রুপ করে। আর একারণেই তারা খোদা তা'লা এবং ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছে। পুনরায় তিনি বলেন, কিন্তু আমরা কাউকেই কোনো ঠাট্টা-বিদ্রুপ করি না। তবে তাদের বঞ্চনা দেখে আমাদের অবশ্যই কান্না পায়।

তাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে সহানুভূতি রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরে সরে গিয়ে তাঁর গুণাবলীর কথা ভুলে গিয়ে নিজেদের ভ্রান্ত আচরণকে আলোকিত চিন্তাধারা নাম দিয়ে পুনরায় পশুসুলভ আচরণ প্রদর্শনকরে বেড়াচ্ছে আর এসব কিছুই আমরা আজকাল এই জগৎপূজারীদের মাঝে দেখতে পাই।

যাহোক নিজের কথার ধারাবাহিকতায় তিনি বলেন, আমি এখানে পূর্ববর্তী কোনো কাহিনী বর্ণনা করছি না, বরং আমি সেসব কথাই বলছি যা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। আমি পবিত্র কুরআনের মাঝে এক অসাধারণ শক্তি অনুভব করেছি। আমি মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের মাঝে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করেছি। অন্য কোনো ধর্মের মাঝে সেই শক্তি ও বৈশিষ্ট্য নেই। আর তা হলো এর সত্যিকার অনুসরণকারী ওলীর পদমর্যাদায় উপনীত হয়। খোদা তা'লা তার সাথে শুধু বাক্যালাপই করেন না, বরং নিজ আচরণের মাধ্যমে তাকে দেখিয়ে দেন যে, আমি সেই খোদা যিনি পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করেছেন। তখন তার ঈমান উচ্চতায় সুদূর তারকারাজির চেয়েও সামনে অগ্রসর হয়ে যায়। অতএব আমি এ বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রাখি। খোদা তা'লা আমার সাথে কথা বলেন আর এক লক্ষের অধিক নিদর্শন তিনি আমার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অতএব যদিও আমি পৃথিবীর সমস্ত নবী রসূলের সম্মান করি ও তাদের গ্রন্থেরও সম্মান করি, কিন্তু জীবন্ত ধর্ম কেবলমাত্র ইসলামকেই মনে করি। কেননা এর মাধ্যমে আমার কাছে খোদা তা'লা প্রকাশ পেয়েছেন।

যে ব্যক্তি আমার এ কথায় সন্দেহ করে তার উচিত এসব কথাকে যাচাই করার জন্য আমার কাছে এসে দুই মাস অবস্থান করা। আমি তার সমস্ত ব্যায়ভার প্রদান করব যা তার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি বলেন, আমার দৃষ্টিতে জীবন্ত ধর্ম সেটি যা জীবন্ত এবং নিদর্শনের মাধ্যমে খোদাকে দেখাতে সক্ষম, তা না হলে শুধু ধর্মের সঠিক হওয়ার দাবি করা অর্থহীন ও প্রমাণশূন্য।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ৪২৭-৪২৮)

যারা তার এই দাবি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার ছিল তারা কল্যাণমণ্ডিত হয়েছে আর তারা সফল হয়েছে। তাঁর কাছে অবস্থান করেছেন এবং তাঁকে গ্রহণ করেছেন।

আজও তার এই ধর্মীয় সাহিত্য আর এসব তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বহু মানুষকে খোদা দর্শনের আয়নায় পরিণত করেছে। অতএব যেখানে আমরা একথা অন্যদের অবহিত করবসেখানে আমাদের নিজেদেরও সেসব থেকে পূর্ণভাবে কল্যাণমণ্ডিত হওয়া উচিত। তবেই আমরা আমাদের বয়আতের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হবো।

এরপর কুরআন শরীফের বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআন শরীফের চারটি অসাধারন নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, কুরআন শরীফের নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্যাবলীর মাঝে একটি হলো এর প্রাঞ্জলতা এবং সাবলীলতা যা মানবীয় বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার সম্পূর্ণ উর্দ্ধে, কেননা মানবীয় বাগ্মিতা ও ভাষার প্রঞ্জলতার ময়দান খুবই সংকীর্ণ। আর যতক্ষণ কোনো কথায় অতিরঞ্জণ, মিথ্যা বা অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মিশ্রণ না হয় ততক্ষণ কোনো মানু ষ বাগ্মিতা ও ভাষার প্রঞ্জলতা প্রদর্শনে সক্ষম নয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার বাণী এসব থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র। এতে কোনো প্রকার মিশ্রণ নেই। দ্বিতীয়ত কুরআন শরীফের আর একটি অসাধারন নিদর্শন হলো তা যতটা কাহিনী বর্ণনা করেছে সেগুলোর সবই মূলত ভবিষ্যদ্বাণী যেগুলোর প্রতি কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিতও করা হয়েছে। কুরআন শরীফের তৃতীয় নিদর্শনমূলক বৈশিষ্ট্য

হলো এর শিক্ষা মানুষের প্রকৃতিকে পরম মার্গে পৌঁছানোর সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাখে আর পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্জনের জন্য মানুষ যেসব দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনের মুখাপেক্ষী তার সবই এতে বিদ্যমান। চতুর্থ একটি বড় বৈশিষ্ট্য যা এতে বিদ্যমান তা হলো এর যথাযথ অনুসরণকারীকে এটি খোদা তা'লার এমন নৈকট্যে সম্মানিত করে যে, সে খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের সম্মান লাভ করে এবং প্র কাশ্য নিদর্শন তার হাতে প্রকাশিত হয় এবং সে আত্মশুদ্ধির পরম মার্গে উপনীত হয় আর কুরআন শরীফের এই গূ ঢ়কথা ভালোভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, পরিপূর্ণ মু'মিনের ওপর যে ঐশী নিদর্শনরূপী কল্যাণধারা বর্ষিত হয় তা আসলে খোদা তা'লার কাজ হয়ে থাকে। এটিকে কেউ নিজের যোগ্যতা আখ্যা দিতে পারে না । প্রকৃত মু'মিন এর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য হলো তার পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতা, ঈমানের শক্তি ও অবিচলতা। উদাহরণ স্বরূপ কোনো দেওয়ালে যদি সূর্যের আলো পড়ে তাহলে সেই আলো দেয়ালের কোনো ব্যক্তিগত যোগ্যতা নয়, কেননা তা সেটি থেকে পৃথকও হতে পারে। বরং দেওয়ালের ভিত্তি যদি একটি মজবুত পাথরের উপর থাকে, তা যদি এত দৃঢ় ও শক্ত প্রাচীর হয় যে, প্রবল বন্যা আসলেও, প্রবল বাতাস প্রবাহিত হলেও এবং তুফানতুল্য বৃষ্টি হলেও যদি সেই দেয়াল দোদুল্যমান না হয় তবে এটিই দেয়ালের গুণ গণ্য হতে পারে।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ২৬৮)

অতএব ঈমানেরও এমন অবস্থা হওয়া উচিত। কুরআন শরীফকে খোদা তা'লার পবিত্র বাণী মনে করে এর ওপর আমলের চিত্রও এরূপ হওয়া উচিত। এটিই আমাদের ঈমানকে দৃঢ় করে, আমাদের খোদা তা'লার সাথে মিলিত করে। কোনো ঝড়, কোনো তুফান,কোনো বিরোধিতা মানুষকে তার ঈমান থেকে যেন বিচ্যুত করতে না পারে। এটি হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য বা গুণ। সর্বদা তার ওপর যেন খোদা তা'লার বাণীর আলো বর্ষিত হতেথাকে এবং সেটিকে বোঝার চেষ্টা করতে থাকে।

তারপর তিনি বলেন, কুরআন শরীফ এমন এক কিতাব যার অনুসরণের ফলে দোয়া গৃহীত হয়। তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে বলেন, কুরআন শরীফের নিদর্শনমূলক একটি প্রভাব হলো এর পরিপূর্ণ অনুসরণকারীরা কবুলিয়্যতের মর্যাদা লাভ করে আর তাদের দোয়া গৃহীত হয় এবংখোদা তা'লা তা গ্রহণ করে নিজের সুমিষ্ট ও প্রতাপান্বিত বাণীর দ্বারা তাদেরকে অবগত করেন আর বিশেষত শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করেন এবং সাহায্যের নিদর্শনস্বরূপ বিশেষ বিশেষ অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ২৭১ এর টীকা)

পবিত্র কুরআনে সব রকম পথনির্দেশনা রয়েছে– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,আরবের মুশরেকদের মতো সেদেশের আহলে কিতাবরাও অপরাধী হয়ে গিয়েছিল। খ্রিষ্টানরা তো প্রায়শ্চিত্তবাদের ওপর জোর দিয়ে এবং এটির ওপর নির্ভর করে একথা ভেবে বসেছিল যে, 'আমাদের জন্য সবরকম পাপাচার বৈধ'। আর ইহুদিরা বলত, 'আমরা অপরাধ করলেও মাত্র কয়েকদিন দোযখে থাকব, তার বেশি নয়।' যেমন কিনা এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ وَّ غَرَّهُمْ فِيْ دِيْنِهِمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ

(আলে ইমরান: ২৫ )অর্থাৎ, তাদের এই দুঃসাহস এজন্য সৃষ্টি হয়েছিল যে, তারা বলত; (অর্থাৎ তারা যেসব অপকর্ম করছে, তা করার সাহস কেন পেল? তা একারণেই যেমনটি আমি এই আয়াতে পাঠ করেছি– তারা বলতো,) দোযখের আগুন যদি আমাদের স্পর্শ করেও তবে তা কেবল কয়েকদিনের জন্য হবে। তারা যেসব মিথ্যাচার করে এই ঔদ্ধত্বের কারণেই করে। বস্তুত যখন আরবের আহলে কিতাব ও মুশরেকরা চরম পর্যায়ের পাপাচারী হয়ে গিয়েছিল এবং পাপ করেও মনে করত, 'আমরা পুণ্যের কাজ করেছি' এবং অপরাধ থেকে বিরত হতো না ও সার্বজনীন শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছিল, তখন খোদা তা'লা স্বীয় নবীর হাতে শাসনক্ষমতার লাগাম দিয়ে তাদের হাত থেকে দরিদ্র-অসহায়দের রক্ষা করতে মনস্থ করেন। যেহেতু আরব জাতি লাগামহীন ছিল এবং তারা কোনো রাজার রাজত্বে র অধীন ছিল না, সেজন্য প্রতিটি দল অত্যন্ত অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করত। তাদের জন্য যেহেতু কোনো বিচারব্যবস্থা ছিল না সেজন্য তাদের অপরাধের মাত্রা বেড়েই চলছিল। তাই আল্লাহ্ সেই দেশের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মহানবী (সা.)-কে কেবল সেই দেশের জন্য রসূলরূপেই পাঠান নি, বরং সেদেশের বাদশাহও বানিয়ে দেন এবং পবিত্র কুরআনকে এমন এক জীবনবিধানরূপে পরিপূর্ণ করেন যার মাঝে দেওয়া ি ন, ফৌজদারি, অর্থ নৈতিক– সব ধরনের পথনির্দেশনা বিদ্যমান। তাই মহানবী (সা.) একজন বাদশাহ হিসেবে সবগুলো দলের শাসকছিলেন এবং সব ধর্মের মানুষ তাদের মামলা-মোকদ্দমা তাঁকে (সা.) দিয়ে বিচার করাতো। পবিত্র কুরআন থেকে সাব্যস্ত হয়, একবার জনৈক মুসলমান ও জনৈক ইহুদির মামলা মহানবী (সা.)-এর আদালতে আসে, তখন তিনি (সা.) তদন্তের পর ইহুদির দাবি সঠিক বলে সাব্যস্ত করেন এবং তার পক্ষে (সেই) মুসলমানের বিরুদ্ধে রায় দেন। অনেক মূর্খ বিরুদ্ধবাদী, যারা পবিত্র কুরআন মনোযোগের সাথে পড়ে না, তারা সবগুলো বিষয়ই মহানবী (সা.)-এর রেসালতের অধীনে নিয়ে আসে, অথচ এরূপ শাস্তি খিলাফত তথা বাদশাহর অবস্থান থেকে দেওয়া হতো।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ২৪২-২৪৩)

পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভের বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,এটি জানা কথা, প্র ত্যেকটি জিনিসের বড় সৌন্দর্য এটিই মনে গণ্য করা হবে যে, যে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তা বানানো হয়েছে সেই উদ্দেশ্য যেন সর্বোত্তমরূপে পূরণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো বলদ হাল চালানোর জন্য কেনা হয় তবে সেই বলদটির এই বৈশিষ্ট্যই দেখা হবে যে, তা লাঙল টানার কাজ উত্তমরূপে করতে পারছে কিনা। (বলদ লাঙল টানার জন্যই নেওয়া হয়, তাই সেটিকে লাঙল টানার কাজেই ব্যবহার করা হবে এবং ভালো লাঙল টানা বলদটিকে ভালো মনে করা হবে।) অনুরূপভাবে এটিও জানা কথা, ঐশীগ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য এটিই হওয়া উচিত যে, তা এর অনুসারীদেরকে স্বীয় শিক্ষা, প্রভাব, সংশোধনী শক্তি ও আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা সবরকম পাপ ও অপবিত্র জীবন থেকে মুক্ত করে যেন এক পবিত্র জীবন দান করে। আর পবিত্র করার পর খোদাকে চেনার জন্য এক পরিপূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি দান করে এবং সেই অতুলনীয় সত্তার সাথে ভালোবাসা ও প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করে যিনি যাবতীয় আনন্দের উৎসস্থল। কেননা প্রকৃতপক্ষে এই ভালোবাসাই মুক্তির মূল এবং এটিই সেই স্বর্গ যেখানে প্রবেশ করার পর সকল দুঃখকষ্ট, তিক্ততা ও জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটে। নিঃসন্দেহে জীবন্ত ও পরিপূর্ণ ঐশীগ্রন্থ সেটিই যা খোদান্বেষীকে এই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয় এবং তাকে হীন জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সেই প্রকৃত প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত করে যাঁর সাথে মিলনই প্রকৃত মুক্তি। আর তা সকল সন্দেহ ও সংশয় থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে এমন পরিপূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞান তাকে দান করে যেন সে নিজ খোদাকে দেখতে পায়। আর খোদার সাথে এমন দৃঢ় সম্পর্ক তাকে দান করে যেন সে খোদার বিশ্বস্ত বান্দায় পরিণত হয়। আর খোদা তার প্রতি এত দয়া ও কৃপা করেন যেন তাঁর যাবতীয় সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন দ্বারা তার ও তার বিরোধীদের মাঝে পার্থ ক্য সৃষ্টি করে দেখান এবং স্বীয় তত্ত্বজ্ঞানের দুয়ার তার জন্য অবারিত করে দেন। যদি কোনো গ্রন্থ নিজের এই দায়িত্ব পালন না করে যা তার প্রকৃত দায়িত্ব এবং অন্যান্য বৃথা দাবিসমূহ দ্বারা নিজের শ্রে ষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চায়, তবে তার তুলনা সে ব্যক্তির সাথে করা যায় যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হবার দাবি করে এবং যখন কোনো রোগী তার সামনে আনা হয় যে, তাকে সুস্থ করে দেখাও, তখন সে উত্তর দেয়, আমি তাকে সুস্থ করতে না পারলেও আমি খুব ভালো কুস্তি লড়তে জানি; কিংবা বলে, আমি জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে খুব ভালো দখল রাখি। জানা কথা, এমন ব্যক্তিকে সবাই ভাঁড় বলবে এবং বুদ্ধিমানদের কাছে সে তিরস্কারযোগ্য বলে গণ্য হবে। পৃথিবীতে খোদার কিতাব ও খোদার রসূল আসার মূল উদ্দেশ্যই হয়ে থাকে পৃথিবীকে পাপ ও পঙ্কিলতার জীবন থেকে মুক্ত করা এবং খোদার সাথে পবিত্র বন্ধন স্থাপন করা। মানুষকে জাগতিক জ্ঞান শেখানো ও পৃথিবীর নিত্যনতুন আবিষ্কারের বিষয়ে অবগত করা তো তাদের উদ্দেশ্য হয় না।

মোটকথা একজন বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের জন্য একথা বুঝা কোনো কঠিন ব্যাপার নয় যে, ঐশীগ্রন্থের দায়িত্ব এটিই যে, তা খোদা পাইয়ে দেবে, খোদার সত্তা সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসের পর্যায়ে পৌঁছে দেবে ও খোদার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ হৃদয়ে প্রোথিত করে পাপকর্ম করা থেকে বিরত করবে। নতুবা আমরা এমন কিতাব দিয়ে কী করব যা হৃদয়ের পঙ্কিলতাও দূর করতে পারে না এবং এমন পবিত্র ও পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বজ্ঞানও দিতে পারে না যা পাপের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টির কারণ হতে পারে? স্মরণ রাখতে হবে, পাপের প্রতি আকর্ষণের কুষ্ঠ অত্যন্ত ভয়ংকর এক কুষ্ঠ এবং এই কুষ্ঠ কোনোভাবে দূর হতেই পারে না, যতক্ষণ না খোদার জীবন্ত তত্ত্বজ্ঞানের জ্যোতির্বি কাশ এবং তাঁর প্রতাপ, মাহাত্ম্য ও সর্বময় ক্ষমতার নিদর্শ ন বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হয় ও যতক্ষণ না মানুষ খোদাকে তাঁর সর্বব্যাপী শক্তি সহকারে এতটা নিকটে দেখতে পায় যেমনটি কোনো ছাগল তার থেকে মাত্র দুই পা দূরে বাঘকে দেখতে পায়। মানুষের জন্য এটি আবশ্যক যে, সে যেন পাপের বিধ্বংসী উত্তেজনা থেকে পবিত্র হয় এবং খোদার মাহাত্ম্য তার হৃদয়ে এতটা প্রোথিত হয়ে যায় যে, সেই নিরুপায় করে দেয়া প্র বৃত্তির কামনাবাসনার উত্তেজনা, যা বজ্রপাতের ন্যায় আপতিত হয়ে তার তাকওয়ার পুঁজি একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়– তা দূর হয়ে যায়। কিন্তু সেসব অপবিত্র উত্তেজনা যা মৃগীরোগের মতো বারবার আক্রমণ করে এবং ধার্মি কতার চেতনাকে লুপ্ত করে দেয়, তা কি কেবল নিজের কল্পনাপ্রসূত পরমেশ্বরের ধারণা দ্বারা দূর হতে পারে বা কেবল নিজের মনগড়া চিন্তাভাবনা দ্বারা অবদমিত হতে পারে, কিংবা এমন কোনো প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা থামতে পারে যার কষ্ট তার আত্মাকে স্পর্শও করে নি? কখনোই না! এটি তুচ্ছ কোনো বিষয় নয় বরং একজন বুদ্ধিমানের নিকট যেকোনো বিষয়ের চেয়ে প্রণিধানের অধিক যোগ্য বিষয় এটিই যে, সেই ধ্বংস যা এই ধৃষ্টতা ও সম্পর্কহীনতার কারণে সৃষ্টি হয়, যার প্রকৃত মূল হলো পাপ ও অবাধ্যতা– তাথেকে কীভাবে নিরাপদ থাকবে। এটি জানা কথা, মানুষ নিশ্চিত তৃপ্তি ও আনন্দকে শুধুমাত্র অনুমাননির্ভর ধারণার ভিত্তিতে পরিত্যাগ করতে পারে না।" কিছু সুখানুভূতি সুনিশ্চিত যা সে লাভ করে থাকে। এর বিপরীতে তাকে একথা বলা যে, (আধ্যাত্মিক আনন্দ) পাবে; কেবল ধারণার ভিত্তিতে বলা যে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা (আনন্দ) পাব, পরবর্তীতে পাব। কিন্তু কবে পাব, কীভাবে পাব? এই ভরসায় তো (আগেরটি) সে ছাড়তে পারে না! তবে হ্যাঁ, "একটি নিশ্চিত

বিষয় আরেকটি নিশ্চিত বিষয় ছাড়াতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ এক বন বা জঙ্গলের বিষয়ে যদি নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে যে, সেখানে গেলে আমরা অনেক হরিণ শিকার করতে পারব আর আমারা এই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু যখন অপর একটি বিশ্বাসও স্থান করে নেয় যে, সেখানে ৫০টি সিংহ রয়েছে আর হাজার হাজার বিষধর সাপ ওৎ পেতে রয়েছে, তখন আমরা সেই অভিপ্রায় ত্যাগ করব। একইভাবে সেই মানের দৃঢ় বিশ্বাস ব্যাতিরেকে পাপও দূরীভূত করা সম্ভব নয়।"

পাপ দূরীভূত করার উপায় হলো এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকা যে, পাপ করলে সাময়িক আনন্দ উপভোগ করা হবে ঠিকই, তবে সেই পাপ করলে ব্যাপারটি এমন দাঁড়ায় যেভাবে আমরা শিকার করার উদ্দেশ্যে বনে জঙ্গলে যাই যেখানে বাঘ আর বিষধর সাপ থাকে এবং সেগুলোর ভয় আমাদেরকে শিকার করা থেকে বিরত রাখে, একইভাবে পাপ থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব যদি আমাদের মাঝে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নেয় যে, আল্লাহ্ তা'লার শাস্তি বড়ই কঠিন। আর যদি আমরা পাপ করি তবে তার শাস্তির আওতায় আসতে পারি।

তিনি বলেন, লোহাই লোহাকে কর্তন করতে পারে। খোদাতা'লার মাহাত্ম্য ও প্রতাপে সেই দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যা ঔদাসিন্যের আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে আর শরীরে এক কাঁপুনি ধরিয়ে দেবে এবং মৃত্যুকে একেবারে কাছে দেখাবে এবং নাফসে আম্মারা তথা কুপ্র রোচনা দানকারী আত্মার সকল প্ররোচনা দূরীভূত হওয়ার মতো খোদাভীতি দান করবে আর মানুষ একটি অদৃশ্য হাতের মাধ্যমে খোদাতা'লার প্রতি আকৃষ্ট হবে আর তার হৃদয় এই দৃঢ় বিশ্বাসে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে, প্র কৃত অর্থেই খোদা বিদ্যমান রয়েছেন যিনি দুঃসাহসী অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেন না। কাজেই প্রকৃত অর্থে পবিত্রতা অন্বেষেণকারী এক ব্যক্তি এমন গ্রন্থ দিয়ে কি করবে যার মাধ্যমে এসব প্রয়োজন পূর্ণ হয় না? তাই আমি প্রত্যেকের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট করছি যে, যেই গ্রন্থ এসব প্রয়োজন পূর্ণ করে তা হলো কুরআন শরীফ। এর মাধ্যমে খোদাতা'লার প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় আর পার্থিব জগতের ভালোবাসা লোপ পায় আর খোদা, যিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর অস্তিত্ব; তাঁর আনুগত্য করার মাধ্যমে তিনি অবশেষে তার স্বরূপ প্রকাশ করেন আর সেই সর্বময় ক্ষমতাকে অন্যান্য জাতি জানে না, কুরআনের আনুগত্যকারী মানুষকে খোদাতা'লা স্বয়ং তা দেখিয়ে দেন। এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, কুরআনের অনুসারী মানুষকেখোদা স্বয়ং (এটি) দেখিয়ে থাকেন এবং ঐশী জগতে তাকে ভ্রমণ করান আর 'আমি আছি' ধ্বনির মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বের সংবাদ তাকে দেন।"

কাজেই এই হলো সেই উপলব্ধি ও বুৎপত্তি যা কুরআন শরীফ সম্পর্কে থাকতে হবে। এটি সেই শিক্ষার ব্যবহারিক দিক যা আমাদের কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়া উচিত, নতুবা অন্যান্য ধর্মের মতো আমাদের ঈমানের দাবি নিছক মৌখিক কথাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এখানে এসে তিনি (আ.) বলেন, এই গ্রন্থ সংশোধন করে আর অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থ তা করে না। সেসব গ্রন্থে যেহেতু পরিপূর্ণ শিক্ষা নেই, একারণে (তারা সংশোধন) করে না। আর যদি আমরা কুরআন করীমের অনুসারী হয়েও সংশোধিত না হই, তাহলে দোষ আমাদের নিজেদেরই, কেননা যেভাবে তিনি (আ.) বলেছেন, পরিপূর্ণ আনুগত্য করা আবশ্যক। পরিপূর্ণ আনুগত্য যদি করা না হয় তবে সংশোধন হবে কীভাবে? সেটির ওপর আমল না করলে সংশোধন কীভাবে হবে? কাজেই আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা পরিপূর্ণ আনুগত্যকারী হই। আল্লাহ্ তা'লা এই সৌভাগ্য আমাদের দান করুন।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের অভিজ্ঞতা ও পর্য বেক্ষণ এবং যারা আমাদের পূর্বে গত হয়ে গিয়েছে তাদের সবার অভিজ্ঞতা একথার সাক্ষী যে, কুরআন শরীফ নিজ আধ্যাত্মিক বিশেষত্ব ও নিজ জ্যোতি দ্বারা এর সত্যিকার অনুসারীদের এর দিকে আকৃষ্ট করে আর তার হৃদয়কে আলোকিত করে।এরপর বড় বড় নিদর্শন প্রদর্শন করে খোদার সাথে এত দৃঢ় সম্পর্কবন্ধনে আবদ্ধ করে দেয়যে, সেটি টুকরো টুকরো করতে চায় এমন তরবারির আঘাতেও ছিন্ন হয় না। এটি (অর্থাৎ কুরআন) হৃদয়ের চোখ উন্মুক্ত করে দেয় আর পাপের নোংরা নর্দমার পথ রুদ্ধ করে দেয় আর খোদাতা'লার সাথে তৃপ্তিকর বাক্যালাপে সম্মানিত করে, আর তাকে অদৃশ্যের সংবাদ দান করে আর তার দোয়া গৃহিত হলে এ বিষয়ে তাকে সংবাদ দেয়া হয় আর প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে পবিত্র কুরআনের সত্যিকার অনুসারীর মোকাবিলা করে, খোদা তা'লা নিজ ভয়াবহ নিদর্শন দ্বারা তার কাছে প্রকাশ করে দেন যে, তিনি সেই বান্দার সাথে আছেন যে তাঁর বাণীর অনুসরণ করে। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ৩০৫-৩০৯)

অতএব সত্যিকার অনুসারী হওয়া হলো মৌলিক শর্ত।

পবিত্র কুরআন শিরক থেকে পরিত্রানের মাধ্যম– এই বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,পবিত্র কুরআন তৌহিদের যে বীজ আরব, পারস্য, মিশর, সিরিয়া, হিন্দ, চীন, আফগানিস্তান, কাশ্মীর ইত্যাদি দেশে বপন করেছে আর অধিকাংশ দেশ থেকে প্রতিমা পূজা ও অন্যান্য সৃষ্টিপূ জার বীজ গোড়া থেকে উৎপাটন করেছে– এটি এমন এক কাজ যার দৃষ্টান্ত কোনো যুগে পাওয়া যায় না।"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ৭৭)

শুরুতে যখন ইসলাম বিস্তৃত হয়েছে আর এসব দেশে শিরক নির্মূল হয়েছে, তো এটি পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ওপর আমল করার কারণে ছিল আর একারণেই আমাদের পিতৃপুরুষরা ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু আমরা যদি এর ওপর আমল না করি তাহলে আমরা পুনরায় সেই অজ্ঞতায় ফিরে যাচ্ছি। পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অতি উন্নত মানের শিক্ষা– এ সম্পর্কে তিনি বলেন,

"যে গ্রন্থ বিশ্বের সূচনালগ্নে এসে থাকবে তার সম্পর্কে বিবেক সুনিশ্চিৎভাবে এটিই বলবে যে, সেটি পরিপূর্ণ গ্রন্থ হবে না।" অর্থাৎ শুরুতে অবতীর্ণ গ্রন্থ সম্পর্কে মানব বিবেক এটিই বলবে যে, সেটি পরিপূর্ণ হতে পারে না। "বরং সেটি কেবল সেই শিক্ষকের ন্যায় হবে যে শিশুশ্রেণীর শিশুদের অ আ শিক্ষা দেয়।" শিশুদের অ আ ক খ শেখায়। "জানা কথা যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনেক যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। " অর্থাৎ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতে, তাদেরকে অ ই ঈ এবং অ আ শেখাতে অনেক বেশি যোগ্যতা থাকার প্রয়োজন নেই। "তবে হ্যাঁ, যেই যুগে মানবীয় অভিজ্ঞতা উন্নতি করেছে আর মানবজাতি বিভিন্ন প্রকার ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে তখন সূক্ষ্ম শিক্ষার প্রয়োজন হয়েছে। বিশেষত যখন অজ্ঞতার অন্ধকার পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, মানুষ বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানগত ও ব্যবহারিক অমানিশায় নিপতিত হয়েছে তখন এক উন্নত ও সম্পূর্ণ শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আর তা হলো পবিত্র কুরআন। কিন্তু প্রাথমিক যুগের গ্রন্থের জন্য উন্নত মানের শিক্ষার প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখনও মানবজাতি সহজ-সরল ছিল। আর তখন পর্যন্ত তাদের মাঝে কোনো অন্ধকার ও অজ্ঞতা স্থান নেয় নি। তবে হ্যাঁ, সেই গ্রন্থের জন্য উন্নত শিক্ষার প্রয়োজন ছিল যা চরম অজ্ঞতার যুগে অবতীর্ণ হয়েছে আর মানুষের সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যাদের হৃদয়ে নৈরাজ্যমূলক বিশ্বাস গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল আর ঘৃণ্য কর্ম কাণ্ড একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। " (চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ৭০)

পবিত্র কুরআনের শিক্ষা তখন অবতীর্ণ হয়েছে যখন মানবীয় মেধা পরিপক্ব হয়ে গিয়েছিল ও বুঝতে শিখেছিল এবং মন্দও চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, আর মানুষ তাতে নিমজ্জিত হচ্ছিল। তখন তার মেধা অনুযায়ী শিক্ষাও অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন যে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য একটি গ্রন্থ সে সম্পর্কে স্মরণ রেখো, এই কথা প্রকৃত অর্থেই সঠিক ও সত্য যে, সৃষ্টির সূচনাতেও মানবজাতি একটি এলহামী গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছিল। এখানে কেউ যদি এই প্রশ্ন করে যে, সৃষ্টির সূ চনাতে কেবল একটি ঐশী গ্রন্থ মানবজাতিকে কেন দেওয়া হলো, প্রত্যেক জাতির জন্য পৃথক পৃথক গ্রন্থ কেন দেওয়া হলো না। এর উত্তর হলো এই যে, সৃষ্টির সূচনাতে মানুষের সংখ্যা স্বল্প ছিল। অধিকন্তু সেই সংখ্যা থেকেও স্বল্প ছিল যে, তাদেরকে একটি জাতি বলা যেতে পারে। তাই তাদের জন্য কেবল একটি গ্রন্থই যথেষ্ট ছিল। এরপর মানুষ যখন পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে আর পৃথিবীতে বসবাসকারীদের প্রতিটি অংশ এক একটি জাতিসত্তায় পরিণত হয় আর দীর্ঘ দূরত্বের কারণে এক জাতি অপর জাতির অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত রয়ে যায় এমন যুগে খোদা তা'লার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার দাবি ছিল প্রত্যেক জাতিকে পৃথক পৃথক রসূল ও ঐশী গ্রন্থ দেওয়া। অতএব এমনই হয়েছে। আর এরপর মানুষ যখন পৃথিবীতে জনসংখ্যার ক্ষেত্রে উন্নতি করে আর যোগাযোগের পথ উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং এক দেশের লোকেরা অন্য দেশের লোকদের সাথে সাক্ষাতের উপকরণ লাভ করে আর এই কথা জানা যায় যে, পৃথিবীর অমুক অমুক স্থানে মানুষ বসবাস করে আর খোদা তা'লা তাদের সবাইকে পুনরায় এক জাতিতে পরিণত করার ইচ্ছা করলেন আর বিভেদের পর পুনরায় তাদেরকে একত্রিত করতে চাইলেন, তখন খোদা তা'লা সকল দেশের জন্য একটিমাত্র গ্রন্থ অবতীর্ণ করেন আর সেই গ্রন্থে এই নির্দেশ দেন যে, যখন এই গ্রন্থ বিভিন্ন দেশে পৌঁছবে তখন তাদের জন্য আবশ্যক হবে সেটিকে গ্রহণ করা এবং তাতে ঈমান আনয়ন করা আর সেই গ্রন্থ হলো পবিত্র কুরআন যা সকল দেশের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক বন্ধন স্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের পূর্বে সকল গ্রন্থ নির্দিষ্ট জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। অর্থাৎ সেগুলো কেবল একটি জাতির জন্যই অবতীর্ণ হতো। অতএব সিরীয়, পারসীয়, হিন্দী, চীনি, মিশরীয়, রোমান এই সমস্ত জাতির জন্য যেসব গ্রন্থ বা রসূল এসেছে তারা কেবল তাদের জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ভিনজাতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক ও সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু সবার শেষে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা এক আন্তর্জাতিক ধর্মগ্রন্থ। আর এটি কোনো বিশেষ জাতির জন্য নয়, বরং সকল জাতির জন্য (অবতীর্ণ হয়েছে)। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআন এমন এক উম্মতের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যারা ধীরে ধীরে এক জাতিসত্তায় পরিণত হতে চাচ্ছিল। অতএব এখন এমনসব উপকরণ হস্তগত হয়েছে যা বিভিন্ন জাতিকে ঐক্যের রঙে রঙীন করে যাচ্ছে। পারস্পরিক সাক্ষাৎ, যা এক জাতিতে পরিণত হওয়ার মূল শিকড়, তা এত সহজ হয়ে গেছে যে, বছরের দূরত্ব কয়েক দিনে অতিক্রম করা সম্ভব আর বার্তা পৌঁছানোর জন্য এমনসব মাধ্যম সৃষ্টি হয়েছে যে, যেখানে এক বছরেও কোনো দূরদূরান্তের এলাকার সংবাদ পাওয়া সম্ভব হতো না তা এখন এক মুহূর্তে পৌঁছতে পারে। যুগে এমন এক মহাবিপ্লব সাধিত হচ্ছে আর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এমন এক দিকে মোড় নিয়েছে যা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এখন খোদা তা'লার

অভিপ্রায় হলো পৃথিবীতে বিস্তৃত সকল জাতিকে তিনিএক জাতিতে পরিণত করবেন আর হাজার হাজার বছর যাবৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মানুষদের পুনরায় পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিবেন। আর এই সংবাদ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আর পবিত্র কুরআনই স্পষ্টভাবে এই দাবি করেছে যে, তা পৃথিবীর সকল জাতির জন্য এসেছে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا (সূরা আরাফ: ১৫৯)। অর্থাৎ তুমি সবাইকে বলে দাও যে, আমি তোমাদের সবার জন্য রসূলরূপে আবির্ভূত হয়েছি। অতঃপর বলেন, اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (সূরা আম্বিয়া: ১০৮)। অর্থাৎ আমি সমস্ত জগতের জন্য তোমাকে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি। আর এরপর বলেন, لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا (সূরা ফুরকান: ০২)। অর্থাৎ আমরা (তোমাকে) এজন্য প্রেরণ করেছি যেন তুমি সমস্ত জগদ্বাসীকে সতর্ক করো। কিন্তু আমরা অত্যন্ত জোর দিয়ে বলছি যে, পবিত্র কুরআনের পূর্বে পৃথিবীর কোনো ঐশী গ্রন্থ এই দাবি করেনি, বরং প্রত্যেকে নিজ বাণীকে নিজ জাতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখেছে। এমনকি যে নবীকে খ্রিষ্টানরা খোদা আখ্যা দিয়েছে তার মুখ থেকেও এটিই বের হয়েছে যে, আমি ইসরাঈলের মেষদের ব্যতিরেকে অন্য কারো প্রতি প্রেরিত হইনি। হযরত ঈসা (আ.) বাইবেলে এটিই বলেছিলেন। আর বর্তমান যুগের পরিস্থিতিও সাক্ষ্য দিয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের সার্বজনীন প্রচারের এই দাবি একান্ত সময়োপযোগী, কেননা মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় সার্বজনীন প্রচারের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। "

(চাশমায়ে মারেফাত, রূাহানী খাযায়েন খণ্ড-২৩, পৃ: ৭৪-৭৭)

অতঃপর পবিত্র কুরআনের আগমনের চারটি কারণ রয়েছে, অর্থাৎ 'ইলালে আরবা' তথা 'চার কারণ' রয়েছে একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, প্রতিটি বস্তুর চারটি ইল্লত তথা কারণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ উপকরণ বা কারণ হয়ে থাকে। আর সেই চারটি কারণ হলো এই, সেই চারটি কারণ কী? ইল্লতে ফায়েলী তথা নিমিত্ত কারণ। অর্থাৎ এটির সম্পাদনকারী কে আর এর কারণ সমূহ (কী)? ইল্লতে সূরী তথাআকারগত কারণ। অর্থাৎ এর বাহ্যিক ও ব্যবহারিক কারণ সমূহ কী? ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ। অর্থাৎ এর উপাদানগত লাভ-ইবা কী? ইল্লতে গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ। অর্থাৎ এর মূল কারণ এবং এসব জিনিসের মৌলিক ও সামগ্রি ক কারণ কী? এই পর্যায়ে তিনি পবিত্র কুরআনের চারটি ইল্লত তথা কারণের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই গ্রন্থের ইল্লতে ফায়েলী তথা নিমিত্ত কারণ হলো ***'আলিফ-লাম-মিম'***। আর আমার মতে ***'আলিফ-লাম-মিম'*** এর অর্থ হলো, اَنَا اللّٰهُ اَعْلَمُ। অর্থাৎ আমি আল্লাহ্ হলাম সেই সত্তা যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা জানেন যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী। আর ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ হলো ***'যালিকাল কিতাব'***। অর্থাৎ এই গ্রন্থ খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন। এর ওপর আমল করে এর দ্বারা বড় বড় কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। আর ইল্লতে সূরী তথা আকারগত কারণ হলো ***'লা-রাইবা ফিহ'***। অর্থাৎ এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠা হলো এই যে, এতে কোনো ধরনের সন্দেহ ও সংশয় নেই। এটি এত চমৎকার শিক্ষা যার কোনো তুলনাই নেই। এর সব কথা সুদৃঢ় এবং সব দাবি যুক্তিপূর্ণ ও উজ্জ্বল। আর এই গ্রন্থের ইল্লতে গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ হলো ***'হুদাললিল মুত্তাকীন'***। অর্থাৎ এই গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো এটি মুত্তাকীদের হেদায়েত দেওয়া। " (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০৬-৩০৭)

আর এটিই এক প্রকৃত গ্রন্থের বা ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অতঃপর সূরা বাকারার প্র থম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ করত গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, তাকওয়াকে এমন উন্নত মানের প্রয়োজনীয় বিষয় আখ্যা দেওয়া হয়েছে যে, পবিত্র কুরআনের ইল্লতে গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ এটিকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। অতএব দ্বিতীয় সূরার প্রারম্ভেই বলা হয়েছে, الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ○ আমার বিশ্বাস এটিই যে, পবিত্র কুরআনের এই বিন্যাসে বড়ই মাহাত্ম্য বিদ্যমান। খোদা তা'লা এখানে 'ইলালে আরবা' তথা 'চার কারণের' উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ চারটি উপাদান বা কারণের (উল্লেখ করেছেন)। ইল্ল তে ফায়েলী তথা নিমিত্ত কারণ, ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ, (ইল্লতে) সূরী তথা আকারগত (কারণ) এবং (ইল্লতে) গায়ী তথা উদ্দেশ্যগত কারণ। প্রতিটি জিনিসের সাথে এই চারটি কারণই থাকে। পবিত্র কুরআন একান্ত পরিপূর্ণ রূপে এটিকে প্রদর্শন করে। ***'আলিফ-লাম-মিম'***-এর মাঝে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা, যিনি সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন, এই বাণীকে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন অর্থাৎ খোদা হলেন এর ফায়েল (বা কর্তা)। ***'যালিকাল কিতাব'*** -তে উপাদানের কথা বলেছেন। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন অথবা বলা উচিত যে, এটি ইল্লতে মাদী তথা উপাদানগত কারণ। অর্থাৎ উপাদান হিসেবে আমাদের কাছে যে গ্রন্থ রয়েছে তা-ও এমন গ্রন্থ, যার ওপর আমল করে মানুষ নিজ লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। ইল্লতে সূরী তথা আকারগত কারণ হলো ***'লা-রাইবা ফিহ'***। প্রতিটি জিনিসে সন্দেহ ও সংশয় এবং নৈরাজ্যমূলক কুধারণা সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু পবিত্র কুরআন এমন এক গ্রন্থ যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো সংশয় নেই। এ কারণেই ***'লা-রাইবা ফিহ'*** বলা হয়েছে। এখন যখন কিনা আল্লাহ্ তা'লা এই কিতাবের মাহাত্ম্য এটি বলেছেন যে, ***'লা-রাইবা ফিহ'***, তখন প্রকৃতিগতভাবেই সকল সৎ প্রকৃতির ও সৌভাগ্যবানদের আত্মা আনন্দিত হবে আর এই আশা করবে যেন এর নির্দেশাবলীর ওপর আমল করতে পারে। আমরা পরিতাপের সাথে বলছি যে, পবিত্র কুরআনের উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ মাহাত্ম্যকে জগতের সামনে উপস্থাপন করা হয় না। নতুবা পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য এবং এর পরাকাষ্ঠা আর এর সৌন্দর্য নিজের মাঝে এমন এক আকর্ষণ শক্তি রাখে যে, মানব-হৃদয় অবলীলায় এর পানে ধাবিত হবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি একটি সুন্দর বাগানের প্রশংসা করা হয় আর তার সুগন্ধিযুক্ত গাছপালা এবং হৃদয়কে সতেজকারী লতাগুল্ম, (তাতে) চলার পথ, আর স্বচ্ছ পানির বয়ে যাওয়া নদনদীর উল্লেখ করা হয় তাহলে প্রত্যেকেই আন্ত রিকভাবে সেখানে ভ্রমণ উপভোগ করা পছন্দ করবে। আর যদি এটিও বলা হয় যে, তাতে কতিপয় এমন ঝরনাধারাও প্রবাহিত রয়েছে যেগুলো পুরোনো ও প্রাণঘাতি ব্যাধি থেকে নিরাময় দান করে তাহলে আরো বেশি উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের সাথে মানুষ সেখানে যাবে। অনুরূপভাবে পবিত্র কুরআনের বৈশিষ্ট্য ও পরাকাষ্ঠাকে যদি একান্ত সুন্দর ও প্রভাববিস্তারী ভাষায় বর্ণনা করা হয় তাহলে আত্মা পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সাথে তার পানে ধাবিত হয়। আর প্রকৃত অর্থে ই আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির উপকরণ এবং সেই বিষয়, যার দ্বারা আত্মার প্রকৃত প্রয়োজন পূর্ণ হয়, তা হলো পবিত্র কুরআন।

এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ । অর্থাৎ (এটি) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়েত। আর অন্যত্র বলেছেন, لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ (সূরা ওয়াকেয়া: ৮০)। অর্থাৎ যাদেরকে পবিত্র করা হয়েছে তারা ব্যতিরেকে আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো সেসব মুত্তাকী যাদের কথা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ -এ বলা হয়েছে। এ থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, কুরআনী জ্ঞানের প্রকাশ হওয়ার জন্য শর্ত হলো তাকওয়া।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৪-৪২৫)

কিন্তু বর্তমান যুগের তথাকথিত আলেমরা, যারা তাকওয়াশূন্য, (তারা) এর শিক্ষাকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে, ইসলাম বিরোধীরা এর শিক্ষার ওপর আরো আপত্তি করার আরো সুযোগ লাভ করেছে। কিন্তু আজ এটি আমাদের তথা আহমদীদের কাজ যেন আমরা নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে এই শিক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলীকে নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা বাস্তবায়িত করে দেখাই, এগুলোর ওপর আমল করে দেখাই। জগদ্বাসীকে যেন আমরা অবহিত করি যে, পবিত্র কুরআনই সকল প্রকার ব্যাধির চিকিৎসা। আর এর প্রেরণকারী হলেন সেই খোদা যিনি এটিকে উদ্দেশ্যপূর্ণ করে জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাকওয়ার পথে পদচারণা করে এর ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

এগুলো অনেক গভীর বিষয়াদি। অনেক মনোযোগের সাথে শোনা উচিত এবং অনেক আগ্রহের সাথে এগুলোর ওপর আমল করা উচিত। আমাদের গভীর প্রণিধানের সাথে পবিত্র কুরআন পাঠ করা উচিত।

এখন আমি দোয়ার তাহরীকও করতে চাই।

বাংলাদেশে আজকাল সালানা জলসা হচ্ছে। আজই তাদের প্রথম দিন ছিল। কিন্তু সেখানে বিরোধীরা আক্রমণ করেছে, জলসাগাহ্তেও আক্রমণ করেছে। বহু লোক সেখানে আহতও হয়েছে। আমার ধারণা যে, বাহির থেকে তারা এমনভাবে আক্রমণ করেছে যার ফলে (মানুষ) আহত হয়েছে, (তাদের) কেউ কেউ গুরুতর আহতও রয়েছে। এছাড়া সেই এলাকায় যেসব আহমদী ছিল এখন পর্যন্ত পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী তাদের ঘরবাড়িও পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদেরকে তাদের (অর্থাৎ বিরোধীদের) অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন আর তাদেরকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন। তাদের জন্য হেদায়েতের কোনো দোয়া তো হতে পারে না। اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا – এই দোয়াই তাদের জন্য আমাঅনুরূপভাবে পাকিস্তানের পরিস্থি তির জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সেখানেও আহমদীদের অবস্থার উন্নতি দিন। বুরকিনা ফাসোতেও এখন পর্যন্ত বিপদ মাথার ওপর রয়েছে। সেখানকার জন্যও দোয়া করুন। একইভাবে আলজেরিয়াতেও আহমদীদের ওপর কতিপয় মামলা রয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল স্থানে আহমদীদের সুরক্ষিত রাখুন।

বাংলাদেশে যেমনটি আমি বলেছি, প্রশাসন আমাদেরকে এটিই বলেছিল যে, চিন্তা করবেন না। জলসা করুন, আমরা পূর্ণ নিরাপত্তা দেবো। কিন্তু যখন দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসী আর উগ্রপন্থী মোল্লারা তাদের মিছিল নিয়ে আসে তখন পুলিশ সেখানে দর্শকের ন্যায় বসেছিল এবং কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। যাহোক আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত হতে হবে, আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ভাইদের বিপদ দ্রুত দূর করুন। (আমীন)

**সত্যিকার অর্থে আপনারাই হলেন সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ, যারা নাস্তিক কিম্বা কোনও ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী নয় তারা কোনওভাবেই সংস্কৃতিবান নয়। আপনাদেরকে এভাবে হীনমন্যতার ভোগার প্রয়োজন নেই।**

**কুরআন করীমে মুসলমান মহিলাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মহিলাদের মাথা, কান, বক্ষ পর্দাবৃত রাখা বাঞ্ছনীয় আর ঢিলেঢালা এবং অনাড়ম্বর পোশাক পরা উচিত।**

**মানুষদের বলুন, নিজেদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস তৈরী করতে যে এটা ইসলামি পোশাক আর কুরআন করীমে মুসলমান মহিলাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।**

**নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করুন, কখনও আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। আপনি যখন নিজেকে আহমদী মুসলমান বলে দাবি করেন, তবে অপরকে ভয় পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।**

**আহমদী মুসলিম মেয়েদের মধ্য থেকে আমাদের আরও অনেক চিকিৎসক, শিক্ষক প্রয়োজন। আপনি যদি বিজ্ঞান বিভাগে পারদর্শী হন,তবে ডক্টর অফ মেডিসিন বা সার্জেন হওয়ার লক্ষ্য স্থির করুন।**

**আপনারা যখনই কোনও সমস্যায় জর্জরিত হন, আপনাদেরও নিজেদের নামাযে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে**

**নাসেরাতুল আহমদীয়া (নাইজেরিয়া) সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনলাইন সাক্ষাত**

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০২১ সালে ২৫ শে ডিসেম্বর তারিখে ৯-১৪ বছরের নাসেরাতুল আহমদীয়া (নাইজেরিয়া) সঙ্গে অনলাইন সাক্ষাত করেন। হুযুর আনোয়ার ইসলামাবাদের (টিলফোর্ড) এম.টি.এ স্টুডিও থেকে অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। অপরদিকে নাসেরাতুল আহমদীয়া আজেকেরো, লিগোস (নাইজেরিয়া) স্থিত লাজনা হল থেকে অন-লাইনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানে যোগ দান করে।

সাক্ষাতানুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যারা সাক্ষাতকালে হুযুর আনোয়ারের কাছে আকিদা, শিক্ষা এবং বর্তমান যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করে।

প্রশ্ন: বর্তমান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে কি ধর্মের সংঘাত রয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, যারা বলে যে ধর্ম মানুষকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে নিয়ে যায়, তারা ভুল কথা বলে। আমরা সঠিক কথা বলি। বস্তুত ধর্মই তো পৃথিবীতে সভ্যতার উন্মেষ ঘটিয়েছে। এমন আপত্তিকারীরা নিজেরাও একথা বিশ্বাস করে যে, যদি কোনও নবী না আসত, তবে পৃথিবীতে কোনও সভ্যতার জন্ম হত না। একদিকে তারা বলে, পৃথিবীতে ধর্মের হাত ধরেই সভ্যতা এসেছে অপরদিকে এদের দাবি, ধর্মানুশীলন করা উচিত নয়, কেননা এটা আপনাকে আধুনিক সভ্যতা থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। আর বর্তমান যুগের আধুনিক সভ্যতা অনৈতিকতা ছাড়া কিছুই নয়। এটা হল সব কিছুর স্বাধীনতা যা আপনাকে কোনও ভাল জিনিস দেয় না। বরং এটা আপনাদের জীবন নষ্ট করছে। তাই তাদেরকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই। আপনারাই হলেন সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ যারা ধর্ম মেনে চলে এবং কুরআন করীমের শিক্ষা মেনে চলে। আর একজন মুসলমান হিসেবেও কুরআন করীমের শিক্ষা মেনে চলা উচিত এবং অনুসন্ধান করা উচিত যে কুরআন করীমে আপনাদেরকে কি কি আদেশ দেওয়া হয়েছে যেগুলি মেনে চলতে হবে। সত্যিকার অর্থে আপনারাই হলেন সভ্য ও সংস্কৃতিবান মানুষ, যারা নাস্তিক কিম্বা কোনও ধর্মের প্রতি বিশ্বাসী নয় তারা কোনওভাবেই সংস্কৃতিবান নয়। আপনাদেরকে এভাবে হীনমন্যতার ভোগার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: কিছু মুসলমান মেয়ে বা মহিলা অমুসলিমদের ভয় বা কটাক্ষের কারণে বা সমালোচনার কারণে হিজাব পরতে দ্বিধা বোধ করে। এক্ষেত্রে এমন বিরোধীতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে কিভাবে ইসলামী শিক্ষা অনুশীলন করা যেতে পারে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, মানুষদের বলুন, নিজেদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস তৈরী করতে যে এটা ইসলামি পোশাক আর কুরআন করীমে মুসলমান মহিলাদেরকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, মহিলাদের মাথা, কান, বক্ষ পর্দাবৃত রাখা বাঞ্ছনীয় আর ঢিলেঢালা এবং অনাড়ম্বর পোশাক পরা উচিত। এই কারণে আমরা এই পোশাক পরি আর এর মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালন করছি, আর কাউকে না ভয় না পেয়ে আমরা এমনটা করে যাব। নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরী করুন, কখনও আত্মবিশ্বাস হারাবেন না। আপনি যখন নিজেকে আহমদী মুসলমান বলে দাবি করেন, তবে অপরকে ভয় পাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: উচ্চ শিক্ষায় কোন্ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করব যাতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য কল্যাণকর সত্তা হতে পারি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদী মুসলিম মেয়েদের মধ্য থেকে আমাদের আরও অনেক চিকিৎসক, শিক্ষক প্রয়োজন। আপনি যদি বিজ্ঞান বিভাগে পারদর্শী হন,তবে ডক্টর অফ মেডিসিন বা সার্জেন হওয়ার লক্ষ্য স্থির করুন। আর আমাদের স্কুলগুলির জন্যও শিক্ষক প্রয়োজন আর হাসপাতালের জন্য ডাক্তার চায়। এছাড়াও অন্য কোনও বিষয়ে যদি আপনার আগ্রহ থাকে তবে আমাকে লিখিত জানান, আমি আপনাকে বলব যে কোন বিষয় নিয়ে আপনি পড়বেন বা বিকল্প কোনও বিষয় যা আপনার পছন্দের এবং জামাতের জন্যও কল্যাণকর।

প্রশ্ন: হুযুর যখন আফ্রিকায় ছিলেন সেই সময়কার আপনার কোনও দোয়া কবুল হওয়ার ঘটনা বলতে পারবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, একাধিক ঘটনা রয়েছে। একবার আমার কাছে দুধ ছিল না। আমার ছেলেরা তখন ছোট ছিল। আমি দোয়া করলাম। আল্লাহ্ তা'লা আমার দোয়া শুনলেন আর কিছুক্ষণ পর এক বন্ধু 'আইডিয়াল' দুধ (কৌটো)-এর একটি কার্টুন সঙ্গে করে পৌঁছলেন। সেই সময় আইডিয়াল দুধই পাওয়া যেত। জানি না এখন পাওয়া যায় কি না। এইভাবে এক থেকে দুই ঘন্টার মধ্যে আমার দোয়া কবুল হয়ে যায়। আমার এবং আমার স্ত্রীর দোয়া কবুল হয়ে যায়। আমরা ভীষণ খুশি ছিলাম, কারণ আমাদের জন্য এক-দুই দিনের নয় বরং পুরো এক মাসের দুধের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে আমি দেখেছি যে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শোনেন।

অপর এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, একজন মেয়ে কি সেনাবাহিনীতে যেতে পারে? হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এই মুহূর্তে এর কোনও প্রয়োজন নেই। এক সময় যখন এর প্রয়োজন ছিল তখন মুসলিম মহিলারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের পুরুষদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের কাছে অনেক পুরুষ আছে যারা যুদ্ধে লড়াই করতে পারে। এছাড়া মহিলাদের জন্য সেনাবাহিনীর পরিবেশ অনুকুল নয়। তাই আমি আহমদী মেয়েদের সেনাবানিহীতে যাওয়ার অনুমতি দিই না। আপনি যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানে নিজের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করে ডাক্তার হয়ে, সেক্ষেত্রে আর্মি মেডিক্যাল কোর্সে যোগ দিতে পারেন আর এর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যুদ্ধে ক্ষেত্রে যোদ্ধা সৈনিক হিসেবে মোটেই নয়।

এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, হুযুর! আপনি কিবাবে সারা পৃথিবীর আহমদীদের নেতৃত্বের বোঝা বহন করে চলেছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদীরা আমাকে দোয়ার জন্য চিঠি লেখে আর আমি তাদের জন্য দোয়া করি। আমি তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি যে, তাদের সমস্যার যেন কোনও সমাধান বের হয় আর তিনি যেন তাদের সাহায্য করেন। আর যখন আমি কোনও চাপের সম্মুখীন হই, তখন আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তাঁর সামনে নতজানু হই। এরপর আল্লাহ্ তা'লা আমার হৃদয়ে প্রশান্তি দান করেন আর এইভাবে চাপমুক্ত হই। আপনারা যখনই কোনও সমস্যায় জর্জরিত হন, আপনাদেরও নিজেদের নামাযে স্থায়ীভাবে আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করা উচিত।

এক নাসেরা প্রশ্ন করে যে, যদি কারো পরিবারে প্রায়শই পিতামাতার

## যুগ খলীফার বাণী

**যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে।** **(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)**

দোয়াপ্রার্থী: **Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)**

২য় পাতার পর...

সেক্রেটারী ইশাআত বলেন, মৌলবী শের আলি সাহেব এর অনুবাদ ছাড়া মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-র চাহিদা রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপাতত গোলাম ফরিদ সাহেব অনুদিত কুরআন ছাপা হচ্ছে না, শুধু মৌলবী শের আলি সাহেব অনুদিত কুরআন প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যাখ্যামূলক টিকা মৌলবী শের আলি সাহেবের কুরআনেও তো আছে। মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের অনুবাদে আলোচনাধর্মী ব্যাখ্যা রয়েছে। কিন্তু মৌলবী শের আলি সাহেবের অনুবাদে সংক্ষিপ্ত ব্যখ্যামূলক টিকা রয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই।

সেক্রেটারী ইশাআত সহেব বলেন, প্রথমে মৌলবী শের আলি সাহেবের অনুবাদ পাওয়া যেত না, তখন মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের অনুবাদ তথা তফসীর বিক্রি হচ্ছিল এইভাবে এটি বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এখন তো আপনাদের কাছে মৌলবী শের আলি সাহেবের অনুবাদের পাঁচ হাজার কপি মজুত রয়েছে। অনুরূপভাবে মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের অনুবাদের দুই হাজার কপিসহ মোট সাত হাজার কুরআন রয়েছে। স্টক কখন শেষ হচ্ছে তা সব সময় আপনার মাথায় থাকতে হবে।

সেক্রেটারী ইশাআত বলেন, এখন গোলাম ফরিদ সাহেবের অনুবাদের চাহিদা বেশি। জামাতের মধ্যে খুব দ্রুত এটি বিক্রি হচ্ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনুবাদ মৌলবী শের আলি সাহেবের নাকি মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি যদি মানুষকে বলেন যে, এটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ, তাহলে তারা এটা কিনবে। মানুষ জানে না যে মৌলবী শের আলি সাহেব কে ছিলেন আর মালিক গোলাম ফরিদ সাহেব কে ছিলেন। আপনাদের টিম বই বিক্রিতে কতটা দক্ষ এটা তার উপর নির্ভর করছে। আমার মনে হয় না যে মানুষ বিশেষ করে মালিক গোলাম ফরিদ সাহেবের অনুবাদ চাইছেন। তারা শুধু চান কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ, সেই সঙ্গে কিছু ব্যাখ্যামূলক টীকা। অনুবাদ কে করেছে তাতে তাদের কিছু যায় আসে না। মানুষ চায় অনুবাদ সেই সঙ্গে কিছু ব্যাখ্যামূলক টীকা।

নায়েব আমীরগণ

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে নায়েব আমীর (ওয়েস্ট কোস্ট) বলেন, ওয়েস্ট কোস্টে পাঁচটি প্রদেশে দশটি জামাত রয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার অপর এক নায়েব আমীরকে জিজ্ঞাসা করেন যে, যথারীতি Pupose-built মসজিদ কতগুলি রয়েছে আর কতগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছে?

আমেলার এক সদস্য বলেন, যথারীতি Pupose-built -এর সংখ্যা ১৮টি। এরপর নায়েব আমীর বলেন, এরপর পরিকল্পনা হল যায়ন মসজিদের মিনার নির্মাণ করা। এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। ইনশাআল্লাহ আগামী বছরের মধ্যে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে নায়েব আমীর বলেন, মসজিদ নির্মাণ ও বিভিন্ন নির্মাণ কাজের জন্য কোনও নির্ধারিত বাজেট থাকে না। ন্যাশনাল আমেলার প্রকল্পের অনুমোদন নেওয়া হয়। এরপর কাজ শুরু হয়। প্রতি বছর কতটা খরচ করা হবে তার কোনও নির্দিষ্ট বাজেট থাকে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথমে আপনাকে টার্গেট নির্ধারণ করতে হবে যে কতগুলি বিল্ডিং তৈরী করবেন বা ক্রয় করবেন। এরপর অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। অন্যথায় আপনারা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন না। প্রথমে স্থির করে নিন যে, প্রতিবছর আপনারা দুটি বা তিনটি মসজিদ নির্মাণ করতে চান। এরফলে আপনাদের জানা থাকবে এরজন্য ছয়, সাত বা আট, বা নয় মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। সেই অনুসারে আপনারা নিজেদের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করুন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন করুন।

জায়েদাদ বিভাগ (অস্থাবার সম্পত্তি)

সেক্রেটারী জায়েদাদ নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেন। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমাদের ১০৬টি প্রপার্টি রয়েছে। এছাড়াও ৪৬টি প্রপার্টি ভাড়ায় নেওয়া আছে।

ভাড়ার সম্পত্তির বাৎসরিক মোট ভাড়া ৭ লক্ষ ৮১ হাজার ডলার। এর মধ্যে ২৩টি মুবাল্লিগ তথা ওয়াকফে জিন্দগীদের বাসভবন, ১৩টি নামায সেন্টার এবং ৭টি হলঘর যেভাবে বিভিন্ন সময়ে ঈদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করা হয়।

এই সব প্রপার্টির রক্ষণাবেক্ষণের বাৎসরিক বাজেট ১৮ লক্ষ ডলার।

হুযুর আনোয়ারে জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, ১৫০ নামাযীর জন্য মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রায় ২০-৩০ লক্ষ ডলার খরচ হবে। কিন্তু মসজিদ কোনন এলাকায় নির্মিত হচেচ্ছ তার উপর নির্ভর করছে নির্মাণ ব্যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেক সময় যেখানে নির্মাণ কাজ হচ্ছে, সেখানেও নতুন তৈরী করা বিল্ডিং মসজিদের জন্য কিনে নেওয়া যায়। এ বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন যে, জমি কিনে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করলে কত খরচ হবে আর তৈরী করা বিল্ডিং কিনে নিলে কত খরচ পড়বে। এছাড়াও মহানগরের শহরতলিতে অনেক সময় নতুন নতুন বিল্ডিং তৈরী হয়। আপনি সেখানেও জায়গা কিনতে পারেন।

এরপর ন্যাশনাল আমেলার এক সদস্য যুক্তরাষ্ট্রে হিফজুল কুরআন স্কুল খোলার অনুমতির জন্য আবেদন করেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি সমস্ত প্রকল্প তৈরী করে উপস্থাপন করুন। যদি সম্ভব হয় আর জায়গা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই খুলুন। সম্প্রতি আমরা যুক্তরাজ্যেও হিফযুল কুরআন ক্লাস শুরু করেছি। অনুরূপভাবে মেয়েদের জন্য আয়েশা ক্লাস শুরু করেছি। যদি আপনারাও শুরু করেন তবে আমি খুব খুশি হব। সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করে জাতীয় স্তরে উপস্থাপন করুন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট (যুক্তরাষ্ট্র)-এর প্রবন্ধক কমিটির সঙ্গে সাক্ষাত।

মিটিং এর শুরুতে হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-এর চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, আমরা আজকের মিটিংটি রেখেছি বিভিন্ন বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের দির্ক-নির্দেশনা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। স্বেচ্ছায় নিজের মত করে কাজ করতে পারে। কিন্তু সব সময় জামাতের গুরুত্ব এবং স্বার্থকে দৃষ্টিপটে রাখবেন।

চেয়ারম্যান সাহেব নিজের স্টাফ মেম্বারের পরিচয় জ্ঞাপনের পর বলেন, Stratagy Development এর জন্য মহম্মদ আহমদ চৌধুরী সাহেব এবং Funds Development এর জন্য মুজীব এজাজ সাহেবকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, নতুন সদস্যদের নাম কি আলোচনার জন্য গোটা বোর্ডের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল?

চেয়ার ম্যান সাহেব বলেন, নাম বোর্ডের সামনে পেশ করা হয়েছিল এবং ভোটদানের মাধ্যমে তাদেরকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার মুজীব সাহেবের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলেন, আপনি একজন ভাল চাঁদা সংগ্রাহক হওয়ার পাশাপাশি একজন ভাল চাঁদাদাতাও হতে পারেন।

চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, হিউম্যানিটি ফার্স্ট (যুক্তরাষ্ট্র)কে হুযুর আনোয়ার ২৫টি নতুন স্কুল খোলার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলেন।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে তাদেরকে এই লক্ষ্যমাত্রা কবে দেওয়া হয়েছিল? এর উত্তরে বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর সম্মেলনের পর এই লক্ষ্যমাত্রা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার আমাদেরকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত ২৫টি স্কুল খোলার লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, একটি স্কুল তৈরীতে কত খরচ হবে? এরপর হুযুর বলেন, একটি স্কুল তৈরীতে ৫০-৭৫ হাজার ডলার খরচ হবে। তাই সর্বমোট প্রায় ২৪ লক্ষ ডলার দাঁড়াবে যা অনেক বেশি।

চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, আমরা নিজেদের স্কুলগুলিকে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করছি।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, স্কুলগুলিকে কিভাবে স্বাবলম্বী করে তুলবেন? আপনারা তো তত বেশি ফিস আদায় করেন না। খুব বেশি হলে ১০ শতাংশ অর্থ ফিরে পাবেন। বাকি ৯০ শতাংশ কোথা থেকে পূর্ণ করবেন?

চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করব। হুযুর আনোয়ার জানতে চান Walathons এবং Telethons এর মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করবেন?

চেয়ারম্যান সাহেব বলেন, আমাদের বাজেট ২৫ লক্ষ ডলার। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনারা ২৫ লক্ষ সংগ্রহ করবেন আর স্কুলের নির্মাণ ব্যায় প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার হবে। এটা কিভাবে সম্ভব হবে?

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন, আপনারা যদি একটি প্রাইমারি স্কুল তৈরী করেন, সেক্ষেত্রে কিছু সময় পর সেখানে একটি মিডল স্কুলও তৈরী করতে হবে এবং এরপর হাইস্কুলও তৈরী করতে হবে। আপনার আরও বেশি শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজন হবে। আর যেহেতু এটা আলাদা স্কুল হবে, তাই আপনাদের আরও জমিরও প্রয়োজন হবে। আপনারা কিভাবে এই অর্থ জোগাড় করবেন?

চেয়্যারম্যান সাহেব বলেন, আমরা বিভিন্ন এজেন্সির সঙ্গে মিলে অর্থ জোগাড় করব।

হুযুর আনোয়ারের সামনে গোয়েতামালর নাসের হাসপাতাল সম্প্রসারণের পরিকল্পননা উপস্থাপন করা হয় যার ফলে আরও বেশি সংখ্যক রুগী স্থান সংকুলান হবে। এই পরিকল্পনায় ডাইগোনস্টিক সেন্টার এবং মোবাইল হেলথ ক্লিনিক অন্তর্ভুক্ত।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, হাসপাতালটি উদ্বোধনের পর কখনও সম্প্রসারণের কাজ হয়েছে? হুযুরকে জানানো হয় যে, ডাইগোনস্টিক সেন্টার এবং অন্যান্য বিভাগের সাজসরঞ্জাম ও মেশিনপত্র রাখা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, হাসপাতালের বর্তমান বিল্ডিং এর উপরে আরও দুটি তল বানানো যেতে পারে না কি পৃথক বিল্ডিং তৈরী করা হবে?

হুযুর আনোয়ারকে জানানো হয় যে, আমরা এর উপর আরও এক তল তৈরী করতে পারি আর এই বিল্ডিং এর সাথে আরও জায়গাও রয়েছে।

এরপর হিউম্যানিটি ফার্স্ট এর চেয়ারম্যান হুযুর আনোয়ারের নিকট ফুড প্যান্টি অপারেশন এর বিষয়ে নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে জানান যে, কোভিডের সময় ২৫টিরও বেশি ফুড প্যান্ট্রিস এর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এখনও আরও ১০টি প্যান্ট্রিসের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আরও চারটির পরিকল্পনা করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেক সময় জামাতের অনুষ্ঠানেও খাবার বেশি হয়ে যায়। জুমআর দিন বেশি খাবার

১১পাতার পর...

রোযাও রাখতেন আর অন্যদেরকেও এই তাকিদপূর্ণ নির্দেশই দিতেন।" (তাফসিরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯)হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে একটি প্রশ্ন করা হয়, যে ব্যক্তি রোযা রাখার সামর্থ্য রাখে না এর বিনিময়ে তার মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হয়। এ খাতে যা ব্যয় হয় তা কাদিয়ানের এতিম তহবিলে দেয়া বৈধ কিনা? হুযূর (আ.) বলেন, একই কথা, শহরে মিসকীনকেও খাওয়াতে পারে বা এতিম ও মিসকীন তহবিলেও দিতে পারে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৭১, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)অজান্তে পানাহার করলে রোযা ভাঙ্গে না, এই বিষয়ে তাঁর সামনে (এক ব্যক্তির) একটি চিঠি উপস্থাপন করা হয়, রমযান মাসে সেহরির সময় অজান্তে ভেতরে বসে খাওয়া অব্যাহত রাখি আর বাহিরে এসে দেখি যে, ফর্সা হয়ে গেছে। আমার জন্য সেই রোযা পরে রাখা আবশ্যক কিনা? উত্তরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অজান্তে খেলে বা পান করলে সেই রোযার স্থলে আরেকটি রোযা রাখা আবশ্যক নয়।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

বয়সের প্রশ্ন: কোন বয়সে রোযা রাখা উচিত? এ বিষয়ে অনেক বাচ্চাও জিজ্ঞেস করে আর বয়স্করাও। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত, শরীয়ত অপ্রাপ্ত বয়স্কদের রোযা রাখতে বারণ করেছে কিন্তু যৌবনের প্রারম্ভে রোযা রাখার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত। তিনি (রা.) বলেন, আমার যতটা মনে পড়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ১২ বা ১৩ বছর বয়সে প্রথম রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন, কিন্তু কোন কোন নির্বোধ ৬/৭ বছরের শিশুদের রোযা রাখতে বাধ্য করে আর মনে করে, আমরা পুণ্যের ভাগী হব। এটি পুণ্য নয় বরং এটি এক অন্যায়। কেননা এটি দেহ গঠনের বয়স। অবশ্য যৌবনে পদার্পনের নিকটবর্তী সময়ে, যখন রোযা আবশ্যক হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন রোযা রাখার চর্চা অবশ্যই করানো উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুমতি ও রীতি যদি দেখা হয় তাহলে ১২/১৩ বছর বয়সে কিছুটা অভ্যাস করানো উচিত এবং প্রত্যেক বছর কয়েকটি রোযা রাখানো উচিত, যতদিন না বয়স ১৮ হয়, যা আমার মতে রোযার জন্য পূর্ণ বয়স। প্রথম বছর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে শুধুএকটি রোযা রাখার অনুমতি দিয়েছেন। এ বয়সে রোযার একটি ঔৎসক্য থাকে, সেই আগ্রহের কারণে বাচ্চারা বেশি রোযা রাখতে চায়, তখন পিতামাতার উচিত তাদের বারণ করা। এরপর বয়সের এক পর্যায়ে বাচ্চাদের উৎসাহ যোগানো উচিত, যেন কয়েকটি হলেও তারা রোযা রাখে। একই সাথে এটিও দেখা উচিত, বেশি রোযা যেন না রাখে। আর যারা দেখে তাদের আপত্তি করা উচিত নয় যে, সব রোযা কেন রাখে না। কেননা কিশোর-কিশোরীরা যদি এই বয়সে সবগুলো রোযা রাখে তাহলে পরে আর রাখতে পারবে না।

অনুরূপভাবে, কোন কোন ছেলেমেয়ে গঠনগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে। আমি দেখেছি অনেকেই তাদের ছেলেমেয়েদের সাক্ষাতের জন্য আমার কাছে নিয়ে আসে আর বলে, এর বয়স ১৫ বছর অথচ দেখতে মনে হয় ৭/৮ বছর। আমি মনে করি এমন ছেলেমেয়ে হয়ত ২১ বছর বয়সে রোযার জন্য সাবালক হবে। পক্ষান্তরে এক সুঠাম বালককে হয়ত ১৫ বছর বয়সেই ১৮ বছরের মনে হয় কিন্তু আমার এই শব্দগুলো নিয়ে যদি সে শঠতা প্রদর্শন করে যে, রোযার জন্য উপযুক্ত হওয়ার বয়স হল ১৮ তাহলে সে আমার উপরও যুলুম করবে না আর খোদার বিরুদ্ধেও অন্যায় করবে না, বরং নিজ প্রাণের উপর নিজেই অন্যায় করবে। অনুরূপভাবে, কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকা যদি রোযা না রাখে আর মানুষ তার সমালোচনা করে তাহলে এমন সমালোচনাকারী নিজের বিরুদ্ধেই অন্যায় করবে।"

(তফসিরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫)হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ কন্যাছিলেন। তিনি বলেন, যৌবনে পদার্পণের পূর্বে স্বল্প বয়সে তিনি (আ.) রোযা রাখানো পছন্দ করতেন না, দু-একটি রোযা রাখাকেই যথেষ্ট মনে করা হত। হযরত আম্মাজান যেদিন আমার প্রথম রোযা রাখিয়েছেন সেদিন মানুষকে ইফতারির দাওয়াত দিয়েছেন, জামা'তের সব মহিলাদের ডেকেছেন। এই রমযানের পর দ্বিতীয় বা তৃতীয় রমযানে আমি আবার রোযা রাখি আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে বলি, আজকে আমি আবার রোযা রেখেছি। তিনি কক্ষেই ছিলেন, পাশের টুলে দুটি পান ছিল, খুব সম্ভব হযরত আম্মাজান বানিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি পান হাতে নিয়ে আমাকে বলেন, নাও এই পানটি খাও। তুমি দুর্বল, রোযা রাখবে না, রোযা ভেঙ্গে ফেল। আমি পান খেয়ে ফেলি, একই সাথে বলি, সালেহাওরোযা রেখেছেন। তিনিও স্বল্প বয়স্কাই ছিলেন, তার রোযাও ভাঙ্গিয়ে দিন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তাকেও ডাক। আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি। তিনি আসলে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে দ্বিতীয় পানটি ধরিয়ে দেন আর বলেন, খাও, তোমার রোযা নেই। সম্ভবত আমার বয়স হয়ত তখন ১০ বছর হবে।

(তাহরীরাতে মুবারেকা, ফিকহুল মসীহ্, পৃ. ২১৪, বাব রোযা এবং রমযান)

অনুরূপভাবে, তারাবী সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করা হয়। যেমন- গোলেকীর আকমল সাহেব লিখিতভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযান মাসে রাতে উঠা এবং নামায পড়ার তাকিদ রয়েছে, কিন্তু সচরাচর পরিশ্রমী শ্রমিক ও কৃষকরা এমন কাজের ক্ষেত্রে আলস্য দেখায়, তাদেরকে রাতের প্রথম প্রহরে যদি তাহাজ্জুদের পরিবর্তে ১১ রাকাত নামায পড়িয়ে দেয়া হয় তাহলে তা বৈধ হবে কিনা? হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "কোন অসুবিধা নেই, তারা পড়ে নিতে পারে।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬৫, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

আবার তারাবী সম্পর্কে নিবেদন করা হয় যে, এটি যেহেতুতাহাজ্জুদ, তাই ২০ রাকাত পড়া সম্পর্কে হুযূরের মতামত কী? তাহাজ্জুদ তো বেতেরসহ ১১ বা ১৩ রাকাত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর স্থায়ী রীতি হল ৮ রাকাত পড়া আর তিনি তাহাজ্জুদের সময়ই পড়তেন আর এটিই উত্তম। কিন্তু রাতের প্রথম প্রহরে পড়াও বৈধ। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, তিনি রাতের প্রথম প্রহরে এটি পড়েছেন। ২০ রাকাত পরে পড়া হয়েছে কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর রীতি তাই ছিল যা পূর্বে বলা হয়েছে।"

(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৩, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

এক ব্যক্তি হুযূরের কাছে একটি পত্র লিখে, যার সারাংশ হল, সফরে কীভাবে নামায পড়তে হয় আর তারাবী সম্পর্কে কী নির্দেশ? তিনি (আ.) বলেন, "সফরে দুরাকাত নামায পড়াই সুন্নত আর তারাবীও সুন্নত, তা-ও পড়ুন। কখনো ঘরে একাও পড়তে পারেন, কেননা তারাবী আসলে তাহাজ্জুদ, নতুন কোন নামায নয় আর বেতের যেভাবে পড়ে থাকেন সেভাবেই পড়ুন।"

(মলফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২২,

সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

অতএব, রোযা-সংক্রান্ত এই কয়েকটি কথা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। আশা করি এ থেকে পাঠকবৃন্দ কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন এবং অনেকেই তাদের প্রশ্নের উত্তরগুলো পেয়ে যাবেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সঠিক নিয়মে রোযা রাখার তৌফিক দান করুন।

শেষের পাতার পর.

মধ্যে ঝগড়া লেগে থাকে, তাহলে এমন পরিস্থিতিতে সন্তানদের কি করণীয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রথমত, আপনি তাদের জন্য দোয়া করবেন যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদেরকে সুবুদ্ধি দান করেন আর তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া না করে। কেননা এর দ্বারা শিশুদের মস্তিষ্কেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। দ্বিতীয়ত আপনার মা কিম্বা বাবাকে বলা উচিত, যার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল, তাকে একথা বলা উচিত যে, আপনাদের এভাবে ঝগড়া করা উচিত নয়। এটা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের শিক্ষার পরিপন্থী। একটাই রাস্তা, আপনার যদি শক্তি না থাকে, তবে আপনি তাদের জন্য দোয়া করুন। আপনি যদি তাদেরকে বাধা দিতে না পারেন তবে আপনার তাদের জন্য দোয়া করা উচিত। দ্বিতীয়ত,তাদেরকে বিনম্রভাবে সম্মানজনক ভঙ্গিতে নসীহত করুন যে, এটা আমাদের মনমস্তিষ্কে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। তাই আপনাদের আমাদের সামনে ঝগড়া করা উচিত নয়। আর কিছু কিছু তুচ্ছ বিষয় ও দুর্বলতাও থাকে যা তাদের উপেক্ষা করে চলা উচিত।

সাক্ষাতানুষ্ঠানের শেষে হুযুর আনোয়ার নাসেরাতদেরকে তাদের পড়াশোনার বিষয়ে নসীহত করে বলেন, নিজেদের পড়াশোনায় এগিয়ে যাওয়ার পূর্ণ চেষ্টা কর, যাতে আপনারা অনেক বেশি শিক্ষালাভ করতে পারেন। নিজেদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ করুন । আপনাদের যদি মেডিসিনে আগ্রহ থাকে তবে মেডিসিনে যেতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ারিং, ওকালত, শিক্ষাক্ষেত্র কিম্বা আপনি বিজ্ঞান ও গবেষণার কাজে যেতে চাইলে যেতে পারেন। আপনাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পূর্ণ চেষ্টা করা উচিত। এবং যতটা সম্ভব উচ্চ শিক্ষা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

********

## জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

**(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)**

# রোযার খুঁটিনাটি বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর

(গত সংখ্যার পর....)

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেবের পুত্র মিয়া রহমতুল্লাহ্ সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় আসেন। পবিত্র রমযান মাস ছিল, আমরা সবাই গওসগড় থেকে রোযা রেখে লুধিয়ানা যাই, হুযূর আমার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন বা অন্য কারো কাছ থেকে জানতে পারেন, (যা এখন আমার মনে নেই,) গওসগড় থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই রোযাদার। হুযূর (আ.) বলেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্! যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন, একইভাবে সফরে রোযা না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনারা সবাই রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। এটি যোহরের পরের কথা।" এরপর সবার রোযা খুলে দেয়া হয়েছে। (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১২৫, রেওয়ায়েত নম্বর ১১৫৯)

আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব নিজেই লিখেন, মিয়া আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব বর্ণনা করেন, "প্রথম যুগের কথা, একবার রমযান মাসে এখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কোন অতিথি আসেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন, দিনের বেশির ভাগ সময় কেটে গিয়েছিল, খুব সম্ভব এটি আসরের পরের কথা। হুযূর তাকে বলেন, আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন। সেই ব্যক্তি বলেন, এখন তো সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে, রোযা ভেঙ্গে কি লাভ? হুযূর বলেন, আপনি কি বাহুবলে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে চান? খোদা তা'লাকে বাহুবলে সন্তুষ্ট করা যায় না বরং তাঁকে আনুগত্যের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করা যায়। যেখানে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মুসাফির রোযা রাখবে না, সেখানে রোযা রাখা উচিত নয়। তখন সেই অতিথি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, প্রথম অংশ, পৃ. ৯৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১১৭)

একইভাবে, কপুরথলা নিবাসী হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব বলেন, একবার আমি এবং হযরত মুন্সী আরোড়া খান সাহেব এবং লুধিয়ানা নিবাসী হযরত খান সাহেব মুহাম্মদ খান সাহেব হুযূরের সকাশে উপস্থিত হই। রমযান মাস ছিল, আমি রোযা রেখেছিলাম আর আমার সাথীরা রোযা রাখেন নি। আমরা যখন হুযূরের কাছে উপস্থিত হই তখন সূর্যাস্তের কিছুসময় বাকি ছিল মাত্র। আমার সাথীরা হুযূরকে বলেন, জাফর আহমদ রোযা রেখেছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে ভেতরে যান এবং এক গ্লাস শরবত নিয়ে আসেন আর বলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেল, সফরে রোযা রাখা উচিত নয়, আমি নির্দেশ মান্য করি। আর সেখানে অবস্থানের সুবাদে এরপর রোযা রাখতে আরম্ভ করি। একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইফতারের সময় একটি থালা বা ট্রেতে করে বড়বড় তিনটি শরবতের গ্লাস নিয়ে আসেন। আমরা রোযা খুলতে যাচ্ছিলাম, আমি বললাম, হুযূর! মুন্সিজী আরোড়া খান সাহেবের এক গ্লাসে কিছুহয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুচকি হাসেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে ঘরের ভেতরে গিয়ে একটি বড় জগ ভর্তি করে শরবত নিয়ে আসেন আর মুন্সিজীকে পান করান। মুন্সিজী মনে করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে শরবত পান করছি, তাই তিনি পান করতে থাকেন এবং পুরো জগ পান করে ফেলেন। [আসহাবে আহমদ (আ.), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৪, নব সংস্করণ, রেওয়ায়েত হযরত মুন্সি জাফর আহমদ সাহেব (রা.)]

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন, পেনশনার মওলা বক্স সাহেব মৌলভী আব্দুর রহমান সাহেব মুবাশ্বেরের বরাতে লিখে পাঠিয়েছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রমযান মাসে অমৃতসর আসেন, সেখানে মুন্ডুয়া বাবুঘনিয়া লাল(যার বর্তমান নাম 'বন্দে মাতরম পাল') নামক স্থানে তাঁর বক্তৃতা ছিল। সফরের কারণে হুযূর রোযা রাখেন নি।

বক্তৃতা চলাকালে মুফতি ফজলুর রহমান সাহেব হুযূরকে চায়ের পেয়ালা দেন, হুযূর এদিকে দৃষ্টি দেন নি, তিনি আরো কিছুটা এগিয়ে আসেন, তখন হুযূর বক্তৃতায় ব্যস্ত ছিলেন, এরপর মুফতি সাহেব পেয়ালা তাঁর আরো কাছে নিয়ে আসেন, হুযূর তা থেকে এক চুমুক পান করেন। তখন মানুষ হইচই আরম্ভ করে যে, এই হল রমযান মাসের সম্মান, ইনি রোযা রাখেন না। তারা অশালীন কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করে এবং বক্তৃতা বন্ধ হয়ে যায়। হুযূর পর্দার অড়ালে চলে যান। গাড়ী অপর দিক থেকে দরজার সামনে আনা হয়, হুযূর এতে প্রবেশ করেন, মানুষ ইট, পাথর ইত্যাদি ছুঁড়তে আরম্ভ করে এবং অনেক হট্টগোল করে। গাড়ীর কাঁচ ভেঙ্গে যায় কিন্তু হুযূর নিরাপদে তাঁর আবাসস্থলে পৌঁছে যান। পরে শোনা গেছে যে, একজন অ-আহমদী মৌলভী এসব কিছুসত্ত্বেও বলত, আজকে মানুষ মির্যাকে নবী বানিয়ে দিয়েছে। আমি স্বয়ং তাঁর মুখে একথা শুনিনি। এরপর হযরত মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের সাথে আমরা বাহিরে যাই। আমি তাঁকে বললাম, মানুষ ইট পাথর ছুড়ছে, হট্টগোল হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর বের হন, তখন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, 'যাকে পাথর মারত তিনি চলে গেছেন, আমাকে কে পাথর মারবে!' যেহেতুমুফতি ফজলুর রহমান সাহেবের চা পরিবেশনের কারণে এই গন্ডগোল, তাই সবাই তাকে বলতে আরম্ভ করে, তুমি কেন এমনটি করলে? সব আহমদী তাকে দোষারোপ করতে থাকে।আমিও তাকে এমনটিই বললাম, তিনি পরে বিরক্ত হয়ে যান। পরে মরহুম মিয়াঁ আব্দুল খালেক সাহেব আহমদী আমাকে বলেন, এই বিষয়টি যখন হুযূরের সামনে উপস্থাপন করা হয় যে, মুফতি সাহেব অনর্থক বক্তৃতা নষ্ট করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মুফতি সাহেব কোন অপছন্দনীয় কাজ করেন নি।

এটি আল্লাহ্ তা'লার একটি নির্দেশ যে, সফরে রোযা রাখবে না, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই কাজের মাধ্যমে এই নির্দেশ প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এই উত্তর শুনে মুফতি সাহেবের সাহস আরো বেড়ে যায়।"

(সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৪র্থ অংশ, পৃ. ১৪৭, রেওয়ায়েত নম্বর-১২০২)

অসুস্থ হলে রোযা ভেঙ্গে ফেলা সম্পর্কে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেন, ডাক্তার মীর মোহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব বর্ণনা করেন, একবার লুধিয়ানায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রোযা রেখেছিলেন, কিন্তু তাঁর রক্তচাপ কমে যায় এবং হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে। তখন সূর্য ডুবার উপক্রম ছিল, কিন্তু তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রোযা ভেঙ্গে ফেলেন। তিনি সব সময় শরীয়তের সহজ পন্থাকে প্রাধান্য দিতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, এই অধম বর্ণনা করছে যে, হাদীসে হযরত আয়েশা (রা.)-এর রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.) সম্পর্কেও এমনটিই দেখা যায় আর তা হল তিনি সব সময় দুটি বৈধ পথের মাঝে সহজ পথকে বেছে নিতেন।"

(সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, ৩য় অংশ, পৃ. ৬৩৭, রেওয়ায়েত নম্বর-৬৯৭)

একবার প্রশ্ন করা হয় যে, অনেক সময় রমযান মাস এমন মৌসুমে আসে যখন কৃষকদের কাজ অনেক বেশি থাকে, যেমন ফসল রোপন বা কাটার মৌসুম। এমন অবস্থায় যারা শ্রমজীবী তাদের জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয় না, এ সম্পর্কে কী শিক্ষা? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'আল আ'মালুবিন্ নিয়্যত' এরা নিজেদের অবস্থা গোপন রাখে। তাকওয়া এবং পবিত্রতার নিরিখে নিজের অবস্থা মানুষ যাচাই করতে পারে। কেউ যদি মজদুরী করা সত্ত্বেও রোযা রাখতে পারে তাহলে তার রাখা উচিত নতুবা সে রুগীদের মাঝে গণ্য হবে, এরপর সুযোগ হলেরাখবে। সেখানে মজদুরীর কারণে তারা পরে রোযা রাখতে পারে। আর

'ওয়া আলাল্লাযীনা ইতিকুনাহু' (সূরা আল্ বাকারা:১৮৫) সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হল যারা অপারগ।" (মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৪, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

রমযানে যারা রোযা রাখতে পারে না এবং ফিদিয়া দেয় তাদের সম্পর্কে নির্দেশনা কী? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "একবার আমার হৃদয়ে প্রশ্নোদয় হল, ফিদিয়া নির্ধারণের কারণ কী? তখন জানতে পারলাম, এটি সামর্থ্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ এর মাধ্যমে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জিত হয়। খোদা তা'লার পবিত্র সত্তাই শক্তি যুগিয়ে থাকে, তাই সবকিছু তাঁর কাছেই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তির আধার। তিনি চাইলে একজন যক্ষ্মা রোগীকেও রোযা রাখার সামর্থ্য দিতে পারেন। ফিদিয়ার উদ্দেশ্যই হল, সেই শক্তি লাভ করা আর এটি খোদার কৃপাগুণেই লাভ হয়। অতএব, আমার মতে এভাবে দোয়া করলে খুব ভালো হয় যে, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এটি তোমার আশিসপূর্ণ একটি মাস অথচ আমি এ থেকে বঞ্চিত। জানি না, আগামী বছর বাঁচব কিনা কিংবা বাদ পড়া রোযাগুলো রাখতে পারব কিনা? তাঁর কাছে যদি এভাবে শক্তি চায় তাহলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এমন হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তিকে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন"।

(মলফুযাত ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৫৮-২৫৯, সংস্করণ ১৯৮৫, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন,

"ফিদিয়া দিলেই রোযা মাফ হয়ে যায় না, বরং দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, এই বরকতময় দিনগুলোতে শরীয়তের অনুমোদিত কোন বৈধ কারণে অন্য মুসলমানদের সাথে একত্রে রোযা রাখা সম্ভব হয় নি। এই যে ছাড়, এটি দুধরণের হয়ে থাকে, একটি সাময়িক, আরেকটি স্থায়ী। ফিদিয়া

সাধ্যানুসারে উভয় অবস্থায় দেয়া উচিত। এক কথায়, কেউ ফিদিয়া দিলেও এক বছর, দুবছর বা তিন বছর পর যখনই তার স্বাস্থ্য অনুমতি দেয়, তাকে পুনরায় রোযা রাখতে হবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, পূর্বের রোগ সাময়িক ছিল আর স্বাস্থ্য লাভের পর তার রোযা রাখার সিদ্ধান্ত নিতে নিতেই যদি পুনরায় সে স্থায়ীভাবে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে সে ফিদিয়া দেবে। বাকি যে খাবার খাওয়ানোর সামার্থ্য রাখে সে যদি অসুস্থ হয় বা মুসাফির হয় তাহলে তার জন্য আবশ্যক হবে রমযান মাসে একজন মিসকিনকে ফিদিয়াস্বরূপ খাবার খাওয়ানো আর বছরের অন্য সময় সে রোযা রাখবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এটিই ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সব সময় ফিদিয়াও দিতেন, পরে আবার

(এরপর ১০ পাতায়.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-8 Thursday, 13 April, 2023 Issue No.15

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

**প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এক মহান সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা শান্তিদাতা- এই বিশ্বাস কেবল ইসলাম আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে। 'হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসী! কোনও কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য দেখছি।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)] এমতাবস্থায় যদি কোনও আশার কিরণ এবং শান্তির নিশ্চয়তা থাকে তবে তা একমাত্র সত্তা যাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষাসহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি হলেন শান্তির রাজপুত্র, যিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সমস্ত মানুষের থেকে বেশি প্রিয়। যার উপর আল্লাহ্ তা'লা শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত অবতীর্ণ করেছেন।**

**প্রকৃত শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন ব্যক্তিগত,বংশগত,জাতিগত অগ্রাধিকারের উর্দ্ধে এসে মানুষ একথা উপলব্ধি করবে যে, আমার উপর অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা রয়েছেন যিনি কেবল আমার জন্যই শান্তি চান না, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্য শান্তি চান।**

**জলসা সালানা জার্মানী (২০২২) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সমাপনী ভাষণ।**

**(প্রদত্ত ২১ শে আগস্ট, ২০২২, স্থান- আইওয়ানে মসরূর, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড)**

তাশাউহুদ,তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের হুযুর আনোয়ার বলেন:

জামাত আহমদীয়া জার্মানী তাদের জলসা সালানা আয়োজন করার তৌফিক লাভ করেছে আর গত বছরের তুলনায় বিশালকারে আপনারা এই আয়োজন করছেন। প্রথমে কোভিড অতিমারি সারা বিশ্বকে সমস্যায় রেখেছিল আর এখনও সেই অতিমারি শেষ হল না, অথচ বিভিন্ন দেশের মধ্যেকার যুদ্ধ পরিস্থিতি পৃথিবীকে এক বিপজ্জনক সন্ধিক্ষনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পৃথিবীর কোনও অংশকেই এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিরাপদ হিসেবে দেখা হচ্ছে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রতি প্রত্যাবর্তন না করে তারা এই বিনাশ থেকে রক্ষাও পাবে না।

প্রথমে ইউরোপ এবং পশ্চিমাদেশ এবং উন্নত দেশগুলি এই ধারণা করে বসেছিল যে, যে অঞ্চলে এবং যেসব দেশগুলিতে অশান্তি ও অস্থিরতা তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে সেখান তারা হাজার হাজার মাইল দূরত্বে অবস্থান করছে। অতএব, তারা নিরাপদ। বোমা বর্ষন হচ্ছে, মানুষ মরছে, মহিলারা বিধবা হয়ে যাচ্ছে, শিশুরা অনাথ হচ্ছে, মানুষ পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে- এসব কিছু তো এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং দারিদ্রপীড়িত দেশগুলিতে হচ্ছে। এসবে আমাদের কি আসে যায়? উন্নত দেশগুলি তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করতে থাকে যাদে তাদের অস্ত্রের ব্যবসা সচল থাকে। আর এরা মরলে মরুক, কি আসে যায়? কিন্তু এরা ভুলে গিয়েছে যে, এই পরিস্থিতি তাদের জন্য সৃষ্টি হতে পারে। আর নিজেদের উন্নতির নেশায় তাদের বিবেক লোপ পেয়েছে, তাদের চোখ অন্ধ হয়ে গেছে আর এখন সারা বিশ্ব দেখছে যে, সেটাই হল যার আশঙ্কা ছিল আর ইউরোপে যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে।

ইউক্রেনের কারণে রাশিয়া এবং ন্যাটোর দেশগুলি সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা উত্তম জানেন যে, শেষমেশ কারা জয়ী হবে কিম্বা দুই পক্ষের মধ্যে কতটা ক্ষতি হবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, এর পরিণাম অত্যন্ত ভয়ানক হবে। আর যদি এখনও শুভ বুদ্ধির উদয় না হয় তবে এর এক ভয়ানক বিধ্বংসী পরিণাম সামনেন আসবে।

এরপর আমরা দেখতে পাই তাইওয়ান সংকটও তৈরী হয়েছে। আর স্বভাবতই এখন সারা পৃথিবী ভয়ানক যুদ্ধের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ অত্যন্ত শক্তিশালী ভাষায় সতর্ক করে বলেছেন- 'হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসী! কোনও কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য দেখছি।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ২৬৯)

আহমদীয়াতের খলীফাগণ এই উক্তি তথা সতর্কবাণীর প্রতিই বিভিন্ন সময়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছেন। আমিও দীর্ঘ সময় যাবৎ এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছি। আমি একথা বলছি যে, নিজেদের সৃষ্টিকর্তা তথা এক-অদ্বিতীয় খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন না করলে ধ্বংস নিশ্চিত।

আমি দীর্ঘকাল থেকে বলে আসছি যে, বিভিন্ন জোট তৈরী হচ্ছে আর এর চূড়ান্ত পরিণাম হবে পরস্পরের বিনাশ। অতএব, বিবেক কর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ একথা শোনে, শুনত এবং এখনও শুনছে আর বলছে পরিস্থিতি কিছুটা অস্থির। কিছুটা খারাপ, ততটা নয় যতটা আপনি ভয়াবহ ও হতাশাজনক রূপরেখা অঙ্কন করছ। আমাকেও লোকে বলেছে, আমাদের নিজের জামাতের মানুষকেও লোকে বলেছে, কিন্তু এখন সেই সব লোক যারা বিষয়টি অগভীর দৃষ্টিতে দেখত, এখন তারাই বলতে শুরু করেছে যে, পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে আর পরিস্থিতি এমনটাই থাকলে যে কোনও সময়ে ভয়াবহ যুদ্ধের আকার ধারণ করতে পারে।

এখন এই কথাগুলি তাদের থিংক ট্যাঙ্ক এবং বিশেষজ্ঞরা প্রকাশে বলতে শুরু করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সমাধান সূত্র তাদের হাতে নেই। আর কিভাবেই বা থাকবে? কেননা শান্তির উৎসের দিকে তাদের দৃষ্টি নেই। তারা জাগতিকায় নিমজ্জিত হয়ে ধর্মকে ভুলে আছে।

যেখানে শান্তির এমন দশা, সেখানে অমসুলিম সরকারগুলি আসতে চায় না আর দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান সরকারগুলিও আসতে চায় না।

কিছু কিছু স্থানে বিশেষজ্ঞরাও বলছে যে, যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে ক্ষয়ক্ষতি হবে তা এমন ভয়াবহ হবে যে, একটি অনুমান অনুসারে, যুদ্ধের সময় এবং তার পরের দুই বছরে পারমাণবিক বোমার ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর ৬৬ শতাংশ মানুষ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এমন ধ্বংসযজ্ঞ ও বিনাশ লীলা হবে যা কল্পনাও করা যায় না। একজন সাধারণ মানুষের কল্পনারও উর্দ্ধে। অতএব পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ।

এমতাবস্থায় যদি কোনও আশার কিরণ এবং শান্তির নিশ্চয়তা থাকে তবে তা একমাত্র সত্তা যাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষাসহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি হলেন শান্তির রাজপুত্র, যিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সমস্ত মানুষের থেকে বেশি প্রিয়। যার উপর আল্লাহ্ তা'লা শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত অবতীর্ণ করেছেন। যার শিক্ষা ভালবাসার শিক্ষা, যিনি খোদা তা'লার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কারণে এবং নিজের উপর অবতীর্ণ শিক্ষাকে পৃথিবীকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যগ্রতা এবং পৃথিবীকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করার ব্যকুলতার কারণে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। আর নিজের অবস্থা এমন করে ফেলেছিলেন এবং যে বেদনা নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছেন যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন- لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ । অর্থাৎ এরা ঈমান আনছে না বলে তুমি কি নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে?

সুতরাং এই সেই মহান সত্তা ছিল যাঁর হৃদয়ে মানবতার জন্য এই ব্যকুলতা ছিল যে মানুষ যে তাদের সৃষ্টিকর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

## মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

**"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"** *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir